আহ্‌মদী

ষষ্ঠ বর্ষ | জুন, ১৯৩৬ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلي على رسوله الكريم *

দোয়া

رب احكم بالحق ط ربنا الرحمن
المستعان على ما تصفون *

হে আমাদের প্রভো! আমাদের এবং আমাদের বিরুদ্ধবাদিগণের মধ্যে তুমিই সত্য মিমাংসা কর। আমাদের প্রভু অযাচিত দানশীল, তোমরা যাহা বল তাহার প্রতিকারের জন্য আমরা তাঁহার নিকটই সাহায্য ভিক্ষা করি।

হে প্রভো! আমরা দুর্ব্বল; জগতে তুমি বই আমাদের সাহায্যকারী কেহ নাই। জগৎ আমাদের ধ্বংস সাধন করিতে বদ্ধপরিকর। তুমিই আমাদের সহায় হও এবং তোমার সত্য প্রচারে তুমিই আমাদিগকে সকল প্রকার সাহায্য প্রদান কর। বিরুদ্ধবাদিগণের হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত কর। তাহাদিগকে তোমার সত্য পথ দেখিবার ক্ষমতা প্রদান কর, এবং তোমার সত্য প্রচারের বিরুদ্ধাচরণ হইতে তাহাদিগকে বিরত রাখ।

প্রভো! আমাদিগকে তোমারই ঈপ্সিত পথে লইয়া চল। তোমার অসীম করুনা ভাণ্ডার হইতে আমাদিগকে জ্ঞান, বিশ্বাস ও প্রেম দান কর। তোমার সকল প্রেরিত পুরুষ যে পথে চলিয়া তোমার সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন সেই পথে আমাদিগকে পরিচালন কর। তোমার বান্দাকে তোমার অদেয় কি
হে প্রভো! আমাদিগকে অবিশ্বাসিদিগের মত হইতে
যাহারা মনে করে যে তোমার উৎকৃষ্ট দানগুলি এখন বন্ধ হ
তোমার দানের হস্ত সর্ব্বদা প্রশস্ত; তুমি যাহাকে চাও 'বে
দান করিয়া থাক। একালে তোমার প্রেরিত পুরুষকে
করিবার সৌভাগ্য তুমিই আমাদিগকে প্রদান করিয়াছ। প্র
এই সৌভাগ্য বিফল হইতে দিও না। আমাদের দৈ
জীবনে আমাদের ঈমানের ফুল ও ফল প্রস্ফুটিত কর। জগ
তোমার অনুগ্রহের ও দানের স্বরূপ দেখিয়া ধন্য হউক! —আ

প্রেমের উচ্ছ্বাস

(রসুল করীমের (দঃ) উদ্দেশ্যে মসিহ্ মাউদ (আঃ) কর্ত্তৃক লিখিত পার্শি কবিতা অবলম্বনে)

—মৌলানা জিল্লুর র

হৃদয় আমার উথলিয়া উঠে প্রভুর মহিমা গানে
কত সুন্দর গুণধর তিনি তুলনা নাইকো ভুবনে
মুগ্ধ হয়েছে চিত্ত তাঁর নিত্য বঁধুর প্রেমের আবেশে
মজে আছে হিয়া তাঁর মনোমোহনের মিলন পরশে
আপনাকে তিনি বিলিয়ে দি'ছেন বিভুর করুনাটানে
শিশু সম তাঁরে পেলেছে বিভু, পালে যথা মাতা সন্তানে

হজরত আমীরুল-মোমেনীনের বাণী

জমায়াতের নিষ্ঠাবান ভ্রাতাগণের প্রতি

বৃন্দ !

আস্‌সালামু-আলাইকুম্ ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহে ওয়া বরাকাতুহু।

তাহ্‌রিকে জাদিদের' প্রোগ্রামের পুনারাবৃত্তির জন্য এবং ব্যাখ্যা সমস্তকে বুঝাইয়া দিবার জন্য আহমদী ভ্রাতৃবৃন্দ চুন নিজ নিজ স্থানে একত্রিত হইবেন।* খোদাতায়ালার প্রার্থনা এই যে তিনি যেন তাহাদের কার্য্যের সহায় এবং বক্তাগণের বক্তৃতা যেন ফলপ্রসূ হয়; কারণ তাঁহার ব্যতিরেকে আমাদের কার্য্যকলাপ নিষ্ফল এবং আমাদের র্থ। এই উপলক্ষে আমি আহমদী ভ্রাতৃবৃন্দকে এই উপদেশ যে,—

তাহারা যেন সাদাসিদে জীবন যাপনের প্রতি বিশেষ দেন। সাদাসিদে জীবন যাপন ব্যতীত আমরা ভবিষ্যৎ ংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি না। ইহাতে আমাদের র পরীক্ষা নিহিত আছে। এবিষয়ে মহিলা ও বালকবালিকা র দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করা উচিত। আমাদের মনে হয় াদের জমায়াতের মধ্যে এ বিষয়ে কতক শৈথিল্য উপস্থিত ছে। যদি ইহা সত্য হয় তবে বড়ই আক্ষেপের বিষয় হইবে। র ছেলেমেয়ে সকলেই একই থাবারে পরিতুষ্ট থাকিতে বিলাস সামগ্রী পরিহার করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন এবং য়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হউন। কারণ ইহা ত্য যে, যে পর্য্যন্ত আমরা আমাদের ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া রিতে না পারি, সেই পর্য্যন্ত আমরা ইচ্ছামত ইস্‌লাম ও াবার জন্য চাঁদা দিতে অগ্রসর হইতে পারিব না এবং র সহিত প্রতিশ্রুত চাঁদা আদায়ে সফলকাম হইব না।

বালক বালিকা এবং যুবক যুবতীর মধ্যে বীরত্বভাবের জাগ্রত করিতে চেষ্টা করা উচিত। বক্তাগণ এবিষয়ে ভাবে লক্ষ্য রাখিবেন, যেন ইস্‌লাম এবং আহমদীয়াতের শ্যে কোরবাণী করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার শৈথিল্য ও ভীরুভাব ারে সকলেই যত্নবান হন।

৩। এ বৎসর চাঁদা আদায়ের গতি অপেক্ষাকৃত ধীর; াই ভাবে চাঁদা আদায় কম হইতে থাকে, তবে বিগত বৎসর ত চাঁদা অনেক কম আদায় হইবে; সুতরাং 'তাহ্‌রিকে জাদিদ' (নূতন স্কীম্) এবং সদর আঞ্জুমনে-আহ্‌মদীয়ার চাঁদা ওয়লের বিষয়ে বিশেষভাবে জোর দেওয়া উচিত। আমরা বর্ত্তমান তিনবৎসর অনবরত আমাদের শক্তি সঞ্চয় ও সংরক্ষণের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টিত আছি। ভবিষ্যতে ধর্ম্মবিরোধীদের সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম আরও ভীষণতর হইবে। যদি আমরা দৈনন্দিন আবশ্যকীয় খরচাদি সম্পাদন করিয়া এক 'রিজার্ভ ফাণ্ড' বা সঞ্চিত ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিতে সফলকাম না হই তবে আমাদের স্কীম আরও দূরে সরিয়া পড়িবে। 'দুনিয়া' সত্যের সুসমাচারের জন্য তৃষ্ণার্ত্ত। আমাদের কর্ত্তব্য যে আমরা ইহা তাহাদের নিকট পৌছাইয়া দেই; কিন্তু এই কার্য্য এক 'রিজার্ভ ফাণ্ড' ব্যতীত সম্পাদিত হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত দিবসে আহ্‌মদী বন্ধুগণের বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত, যেন তাহারা সদর আঞ্জুমনে আহমদীয়া এবং 'তাহরিক জাদিদের' দেয় চাঁদা রীতিমত আদায় করেন, এবং আপন মনে ইহার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত যে, ভবিষ্যতে কোরবাণীর সুযোগ উপস্থিত হইলে তাহারা এখন হইতে অপেক্ষাকৃত অধিকতর কোরবাণী করিতে প্রস্তুত থাকিবেন।

হে বন্ধুগণ ! সময় বড়ই সঙ্কটাপন্ন এবং আমাদের দায়িত্ব ভীষণ। জীবনের কোন ভরসা নাই। যখন মৃত্যু মানুষের সমীপে উপস্থিত হয় তখন সে কতই আক্ষেপ করিয়া থাকে যে, 'হায় ! আমার জীবন যদি অবহেলায় অতিবাহিত না হইত এবং কিছু সাধন করিয়া যাইতে পারিতাম !' খোদাতায়ালা আমাদিগকে উপযুক্ত সময়ে জাগ্রত করিয়াছেন। তাঁহার এই করুণার বারি বর্ষিত হইবার পরও কি আমাদের নিদ্রাভিভূত থাকা উচিত ? সুতরাং নিজেদের মধ্যে এক পরিবর্ত্তন আনয়ন করুন এবং অন্যকে সহানুভূতি ও আবেগ ভরে উল্লিখিত কার্য্য সম্পাদনের জন্য উপদেশ প্রদান করুন, এবং খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করুন যেন তিনি আপনাদের উপদেশকে কার্য্যকরী করেন। আমার উল্লিখিত উপদেশ বন্ধুগণকে শুনাইয়া দিন। খোদাতায়ালা আপনাদের সহায় হউন এবং আমাদের দুর্ব্বলতা ক্ষমা করিয়া 'ফেরেস্তা' (স্বর্গীয়দূত) এবং 'রুহুল্‌কুদ্দুস' (পবিত্রাত্মা) দ্বারা আমার, আপনাদের এবং সমস্ত জমায়াতের সাহায্য করুন ! —আমীন !

* এই আদেশ অনুযায়ী একত্রিত হইবার সময় অতিবাহিত হইয়া গেলেও এইবাণীতে আমাদের জমায়াতের ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি সংক্রান্ত কতিপয় য জরুরী ও মূল্যবান উপদেশ থাকায় জমায়াতের ভ্রাতাগণের অবগতির জন্য তাহা মাননীয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক আমীর সাহেবের নির্দ্দেশানুযায়ী এস্থলে প্রকাশ গেল। —এডিটর

আহ্বান

আলোর পথে চলবে কে আজ
　　বেরিয়ে তোরা আয়,
'আজ আঁধারের ভাঙ্গব আগল'
　　ঈমান গরিমায়।
মরবে কে আজ জীবন-পথে,
আনবে কে জয় মৃত্যু হ'তে,
　　তাদের' আমি চাই—
জয়ের পথে মাহ্দীর সেনার
　　ভয়ের ছায়া নাই।

২

চাই সে তাদের করবে যারা
　　জীবন মরণ পণ,
আনবে জিনি' তোরাই ভবে
　　আঁধার আলোর রণ।
ধন লোটাবে দারিদ্র হ'তে
সব পাবে সে ত্যাগের পথে,
　　সর্ব্বহারার জয়—
আস্ফালনের দর্প যাদের
　　তাদের হবে লয়।

—মতিন্

কামনা

মোদের প্রতি জীবন রেনু
　　লাগুক খোদার এবাদতে ;
জাগুক প্রাণে নবীন স্পৃহা
　　ঐশী বাণীর ঝরণা হ'তে।
মোদের জনম, জীবন, মরণ,
　　সিদ্ধি, সাধন খোদার তরে ;
সবটুকু হউক সর্ব্বহারার
　　ন্যস্ত তাঁ'রই আদেশ 'পরে।

—মিসেস্ মতিন্

কোরাণতত্ত্ব (২)

(হজরত আমীরুল-মোমেনীন প্রদত্ত কোরাণের 'দরস' হইতে সংগৃহীত নোটের অনুবাদ)।

অনুবাদক—মৌলানা জিল্লুর রাহ্মান

কোরাণের আদেশ,—কোরাণ পাঠ করিতে হইলে প্রথমে 'আউজ' পড়িয়া লইতে হইবে। আল্লাহ্তায়ালা বলিতেছেন—

اذ قرئت القران فاستعذ بالله

'কোরাণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই আল্লাহ্র আশ্রয় চাহিয়া লইও', অর্থাৎ সকল প্রকার অমঙ্গলের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করিও।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আশ্রয় দুই প্রকারের হইয়া থাকে, এক প্রকার আশ্রয় এই যে কোন অমঙ্গল যেন আমাদিগকে স্পর্শ না করে ; দ্বিতীয় প্রকারের আশ্রয় এই যে, কোন মঙ্গল যেন আমাদের হস্তচ্যুত না হয়।

اذ قرئت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم

এই আদেশের মধ্যে দুই প্রকারের শিক্ষা সন্নিবেশিত আছে ; যথা—(১) আমাদের কোন আধ্যাত্মিক রোগের, বা কুসংসর্গের, বা পাপের শাস্তির দরুণ যেন কোরাণের বর্ণিত শ্রেষ্ঠতম শিক্ষা আমাদের হস্তচ্যুত না হয় ; (২) এই শিক্ষা ঠিক ভাবে বুঝিতে না পারায় কোন প্রকারের অমঙ্গল যেন আমাদের জন্য উদ্ভুত না হইয়া পড়ে। এই আশ্রয় প্রার্থনা করিবার জন্য যে দোওয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতেছে

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

কেহ কেহ বলেন যে এই আদেশ হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, কোরাণ-পাঠ শেষ করিয়া 'আউজ' পড়িতে হইবে, আরম্ভ করিবার সময় নয়, কারণ কোরাণ শরীফের শেষ ভাগে 'আউজু'র দুইটি 'সূরা'—অর্থাৎ 'সুরা ফল্ক্' এবং 'সুরা নাছ্' রাখা হইয়াছে।

অবশ্য কোরাণ পাঠ শেষ করিয়া 'আউজু' পড়াও যে ভাল ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ; কিন্তু রসুলে করিমের (দঃ) সুন্নত হইতে যখন আরম্ভেই 'আউজু' পড়ার প্রমাণ আছে, তখন এই আদেশের বিশেষ ভাবে এই মর্ম্মই গৃহীত হইবে যে, কোরাণ পাঠের প্রথমেই 'আউজু' পড়িয়া লইতে হইবে। 'জুবায়র ইব্নে মুতএম্' হইতে 'বায়হিকী' ও 'ইব্নে আবীসায়বা'

'রাওয়ায়েত' (বিবৃত) করিয়াছেন,

ان النبی صلعم کما دخل فی الصلوٰۃ کبر ثم قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

অর্থাৎ 'তক্‌বীরের' পরে কোরাণ পাঠের পূর্ব্বে 'আউজু' পড়িতেন।

আবুদাউদ আবুসাইদ হইতে 'রাওয়ায়েত' করিয়াছেন যে, রসুল করীম (দঃ) নামাজে প্রথমে তস্‌বীহ্ ও তহ্‌মীদের পর কোরাণ পাঠের পূর্ব্বে 'আউজু' পড়িতেন।

আবুদাউদে হজরত আয়েশা হইতে রাওয়ায়েত আছে যে, 'মিথ্যা দোষারোপ' সম্বন্ধীয় আয়াত গুলি পাঠ করিবার সময় হজরত প্রথমেই 'আউজু' পাঠ করিয়া ছিলেন, (তুর্রে-মন্‌ছুর)। কোরাণের শব্দগুলিও ইহার বিরোধী নহে, যেহেতু قرئت শব্দের অর্থ—পড়া ও আরম্ভ করা, দুইই হয়।

অতএব মানব যখন কোরাণ পাঠ করিবে তখন আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া লইবে। সাধারণ লোকেরও এই ধারণা যে সৎকাজ করিতে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাহিয়া লওয়ার দরকার আছে। তাহারা মনে করে 'লা-হাওল' পাঠ করিলেই যখন শয়তান পলায়ন করে তখন কোরাণ পাঠ করিলে শয়তান কি তিষ্ঠিতে পারে? অবশ্য কোরাণের অধ্যয়ন শয়তানকে বিতাড়িত করে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি যতক্ষণ পর্য্যন্ত মনের মধ্যে গ্রহণোপযোগী অবস্থার সৃষ্টি না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোরাণ পাঠ আমাদিগকে কোন প্রকার কল্যাণ প্রদান করিতে পারে না। বস্তুতঃ পাপও মানুষকে তখনই প্রভাবিত করে, যখন মানুষের হৃদয় উহাকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হয়, এবং পুন্যের প্রভাবও হৃদয়ের গ্রহনোপযোগী মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে; যেমন হজরত রসুল করিম (দঃ) বলিয়াছেন 'আমার শয়তানও মুসলমান হইয়া গিয়াছে, সে আমাকে সৎ কাজের প্রেরণা দেয়।'

ইহার মর্ম্ম এই যে হজরতের মানসিক অবস্থাই এই রকম ছিল যে, সেখানে অন্যায়ের প্ররোচনাও ন্যায়ের প্রেরণায় পরিনত হইয়া যাইত। মানসিক অবস্থার অনুরূপই প্রত্যেক বস্তু গড়িয়া উঠে। মানব হৃদয়ের অবস্থা লবণের ক্ষণির মত। লবণের ক্ষনিতে যাহাই পড়ুকনা কেন তাহা লবণে পরিণত হইয়া যায়।

অতএব যে সমস্ত মুসলমানের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব সৃষ্টি করিবার শক্তি বিদ্যমান আছে, তাহাদিগকে যদি অন্যায়ের প্রতিও প্ররোচিত করা হয়, তবে সেই প্ররোচনা তাহাদের জন্য পুন্যের প্রেরনায় পরিণত হয়। দৈহিক নিয়মও এই রকমই। কোন কোন লোকের দেহে তেজাবের পরিমান খুব বেশী থাকে। সে যাহা কিছু খায় তাহাই তেজাবে পরিণত হয়। রুটি খাইলেও তেজাব হইয়া যায়, অন্য কিছু খাইলেও তেজাবে পরিণত হইয়া পড়ে। 'ডাইবেটিস্' (বহুমূত্র) রোগী যাহা কিছু খায় চিনিতে পরিণত হইতে থাকে। যাহার যেরূপ অবস্থা সেই অনুসারে মানুষের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট প্রত্যেক বস্তু রূপ ধারণ করে। যদি কাহারও মনের অবস্থা মন্দ হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাহা কিছু সেই মনে প্রবেশ করিবে তাহাই মন্দ হইয়া যাইবে। এই জন্যই যাহাদের মনের অবস্থা ভাল ছিল না তাহারা সূরা 'ফাতেহা' হইতে আরম্ভ করিয়া সূরা 'আন্নাস্' পর্য্যন্ত শুধু আপত্তিই করিয়াছে। তাহাদের নিকট ইহাতে একটি কথাও ভাল বলিয়া বোধ হয় নাই; কিন্তু অনেক এইরকম লোকও ছিলেন যাঁহাদের মনের অবস্থা এত ভাল ছিল যে একটি আয়াত দ্বারাই তাঁহারা হেদায়ত লাভ করিয়াছেন।

অতএব কোরাণ পড়িবার কালে কাহারও মনে যদি শুধু সন্দেহেরই উৎপত্তি হইতে থাকে, তবে মনে করিতে হইবে যে তাহার মনের অবস্থা ভাল নহে। এই জন্যই আল্লাহ্‌তায়ালা আদেশ দিয়াছেন যে, কোরাণ পাঠ করিবার কালে প্রথমেই আমার আশ্রয় চাহিয়া লইও, যেন মনের অবস্থা মন্দ হওয়ার দরুণ পুন্য ও ধার্ম্মিকতার এই প্রস্রবন (অর্থাৎ কোরাণ শরীফ) হেদায়তের পরিবর্ত্তে ধ্বংশের কারণ না হইয়া পড়ে।

এই কথাটি ভাল করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধনের ভাণ্ডার ও বহু সরঞ্জাম যখন কাহারও কাছে বিদ্যমান থাকে, তখনই লুণ্ঠীত হইবার আশঙ্কাও অধিকতর হয়। কোরাণ করিমও এক ধনভাণ্ডার, শয়তান ইহাকে লুণ্ঠন করিতে চায়; কিন্তু কোরাণ শরীফের ভিতর শয়তান প্রবেশ করিতে পারেনা কারণ ইহা একটি সুরক্ষিত ধনভাণ্ডার, তবে কোরাণ পাঠ করিতে দেখিলে মানুষের ভিতরে শয়তান প্রবেশ করিতে পারে। এই রকম যখনই মানুষ কোন সৎ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং সৎবাক্য শ্রবণ করে, তখন অসৎ লোক ইহাকে আপন ক্ষতি ও অনিষ্টের কারণ মনে করিয়া তাহাকে ফুস্‌লাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

আবার কখনও হেদায়েত লাভ করিবার পর তাচ্ছিল্য ও অবহেলার দরুণ হৃদয়ে মরিচা পড়িয়া যায়। এইজন্য কোরাণ শরীফ পড়িবার সময় اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم পড়িয়া দুইটা দিক হইতে আশ্রয় চাহিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

হাদিসের যৎকিঞ্চিৎ

(১)

عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ماشاء الله ان تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ماشاء الله ان تكون ثم تكون ملكا عاضا فيكون ماشاء الله ان يكون ثم يرفعها الله ثم تكون ملكا جبرية فيكون ماشاءالله ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة * (مشكوة كتاب الرقاق)

'হুযায়ফা' কর্ত্তৃক বিবৃত হইয়াছে যে,—রসুল করিম (দঃ) বলিয়াছেন, "যতদিন আল্লাহ্ চান তোমাদের মধ্যে নবুয়ত থাকিবে; অতঃপর ইহা উঠিয়া যাইবে। তারপর যতদিন আল্লাহ্ চান নবুয়তের প্রথার উপর খেলাফত স্থাপিত থাকিবে; অতঃপর উৎপীড়নকারী ও দংশনকারী রাজত্ব স্থাপিত হইবে; যতদিন আল্লাহ্ চান এরূপ রাজত্ব প্রচলিত থাকিবে। তারপর ইহাকেও আল্লাহ্ উঠাইয়া লইবেন; তারপর আবার নবুয়তের প্রথার উপর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

(২)

عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلو حجر ضب لا تبعتمو هم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن *

'আবু সাঈদ খুদরী' হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে,—রসুল করিম (দঃ) বলিয়াছেন, 'তোমরা তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের এরূপ অনুসরণ করিবে যেমন এক বিঘত আর এক বিঘতের, এক হাত আর এক হাতের (মাপিবার সময় অনুসরণ করে); এমন কি তাহারা যদি গোসাপের গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া থাকে তোমারাও তাহাদের অনুসরণ করিবে। আমি বলিলাম, 'হে আল্লাহ্র রসুল! তাহারা কি ঈহুদী ও খৃষ্টান?' তিনি বলিলেন—'আর কাহারা?'

(৩)

حدثنى براء ابن عازب بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اخذت مضجعك فتوضاء وضوءك للصلوة ثم اضطجع على شقك الايمن ثم قل — اللهم انى اسلمت وجهى اليك فوضت امرى اليك والجاءت ظهرا اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجاء ومنبعا منك الا اليك امنت بكتابك الذى انزلت وبنبيك الذى ارسلت واجعلهن من اخر كلامك فان مت من ليلتك مت وانت على الفطرة — قال فردد تهن لاستذكرهن — فقلت امنت برسولك الذى ارسلت قال قل بنبيك الذى ارسلت

'বারা ইব্নে আজেব' হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে,—রসুল করিম (দঃ)বলিয়াছেন, "যখন তুমি শয্যা গ্রহণ করিতে যাইবে তখন নামাজের মত ওজু করিয়া লইও। অতঃপর ডান পার্শ্বে শয়ন করিয়া বলিও, 'হে আমার আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি আমাকে তোমার নিকট সমর্পণ করিলাম, আমার কাজ তোমার হাতে সমর্পণ করিলাম, আমার পৃষ্ঠদেশ তোমারই আশ্রয়ে রাখিলাম; আশা এবং ভয় নিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। তোমা হইতে তুমি ব্যতিরেকে কোন আশ্রয় নাই, কোন পরিত্রাণ নাই। বিশ্বাস করিয়াছি তোমার 'কিতাবকে' (অর্থাৎ কোরাণশরীফের প্রতি), যাহা তুমি অবতীর্ণ করিয়াছ, এবং বিশ্বাস করিয়াছি তোমার নবীকে যাঁহাকে তুমি পাঠাইয়াছ।' এই কথাগুলিকে তোমার জীবনের শেষ কথা মনে করিয়া লও; যদি সেই রাত্রেই তুমি মরিয়া যাও তবে প্রকৃতির ধর্ম্মেই (ইসলামেই) তোমার মৃত্যু হইবে।"

'রাবী' (বর্ণনাকারী) বলিতেছেন, "আমি ইহাকে পুনঃ পুনঃ মুখস্থ করিবার জন্য পড়িতেছিলাম। আমি বলিতেছিলাম, 'বিশ্বাস করিয়াছি তোমার রসুলকে যাঁহাকে তুমি পাঠাইয়াছ।' তিনি বলিলেন, 'বল, বিশ্বাস করিয়াছি তোমার নবীকে যাঁহাকে তুমি পাঠাইয়াছ।"

হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) কথামৃত

(১)

ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক প্রার্থনা কর।

'মোমেনের' (বিশ্বাসীর) কর্ত্তব্য 'দোয়ার' (প্রার্থনার) ফলাফলের কথা না ভাবিয়া সর্ব্বদা দোয়ায় ব্যাপৃত থাকা এবং ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে পূর্ণমাত্রায় দোয়া করিতে থাকা, যেন নিজের পক্ষ হইতে কোন ত্রুটি বা অবহেলা না থাকে।

گر نباشد بدوست ره بردن
شرط عشق است در طلب مردن

অর্থাৎ, 'প্রেমাষ্পদের দর্শন লাভ না হইলেও মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার অনুসন্ধানে রত থাকাই প্রেমিকের কর্ত্তব্য।'

মানব যখন এরূপ পূর্ণ মাত্রায় দোয়া করে আল্লাহ্ তায়ালা তখনই তাহার দোয়া গ্রহণ করেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন,

ادعونی استجب لکم

অর্থাৎ, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব এবং তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করিব।'

বাস্তবিক, দোয়া করা খুব কঠিন কাজ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানব পূর্ণ নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে দোয়ায় ব্যাপৃত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন ফল লাভ হয় না। এরূপ বহু লোক আছে যাহারা দোয়া করে বটে, কিন্তু বড়ই অধীর এবং এস্ত হইয়া একই দিনে তাহার ফল দেখিতে চায়; অথচ ইহা খোদাতায়ালার 'সুন্নত' (রীতি) বিরুদ্ধ। তিনি প্রত্যেক কাজের জন্যই সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। দুনিয়াতে যত কাজ হইতেছে তত্সমুদয়ই ক্রমে ক্রমে হইতেছে। অবশ্য তাহার এই ক্ষমতা আছে যে পলকের মধ্যে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন এবং তিনি এক 'কুন' (হও) বলিলেই সব কিছু সংঘটিত হইতে পারে, কিন্তু পৃথিবীতে তিনি পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মই প্রচলিত করিয়াছেন। সুতরাং দোয়া করার পরে দোয়ার ফলাফলের জন্য ব্যস্ত হওয়া উচিত নহে।

আল্ ফজল, ২রা আগষ্ট, ১৯৩৫।

(২)

খোদাতায়ালার প্রিয় ব্যক্তিগণ দুনিয়াতে সম্মানিত ও গৃহীত হন।

যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভের জন্য এই নশ্বর জগতকে পদাঘাত করেন, খোদাতায়ালা তাঁহাকে এ জগতেও সম্মানিত করেন; পক্ষান্তরে পার্থিব বিষয়ে মগ্ন লোকগণ কোন উপাধি, পদগৌরব বা আসন প্রাপ্তির জন্য, বা আসন প্রাপ্ত লোকদের তালিকা ভুক্ত হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও সকল ক্ষেত্রে সমুচিত ভাবে সফল কাম হইতে পারে না। মোট কথা, যাহারা খোদাতায়ালার জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হয়, এবং কেবল প্রস্তুত নয়, বরং কার্য্যতঃও বিসর্জ্জন দেয়, সমস্ত পার্থিব সম্মান তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হয় এবং প্রত্যেকের হৃদয়ে তাঁহাদের 'আজমত' ও 'কবুলিয়ত' প্রতিষ্ঠিত করা হয়, অর্থাৎ তাঁহারা গৌরবান্বিত, অনুমোদিত ও আদরণীয় হন। মোট কথা খোদাতায়ালার জন্য ত্যাগ স্বীকারকারীদিগকে সব কিছুই প্রত্যর্পণ করা হয়, এবং খোদাতায়ালার জন্য যাহা বিসর্জ্জন দিয়াছেন তাহা বহুগুণ অধিক পরিমাণে ফিরাইয়া না পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা ইহধাম ত্যাগ করেন না। খোদাতায়ালা কাহারও কোন ঋণ অনাদায় রাখেন না; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে এই কথা গ্রহণ করিবার এবং ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার মত লোক অতি বিরল।

আল্ ফজল, ২রা মে, ১৯৩৬ ইং।

(৩)

নামাজে চিত্ত নিবিষ্ট করিবার উপায়

নামাজে নিবিষ্টচিত্ত হওয়ার উপায় এই যে, নামাজে আত্মসংশোধনের ও উন্নতির জন্য দোয়া (প্রার্থনা) করিতে হয় এবং উদাসীন ও অন্যমনস্ক ভাবে নামাজ না পড়িয়া গভীর মনোযোগ সহকারে নামাজ পাঠ করিতে হয়। নামাজে যদি মনোযোগ সৃষ্টি না হয় তবে পাঁচওয়াক্ত নামাজের প্রত্যেক 'রেকায়াতে' দাঁড়াইয়া এই দোয়া করা উচিত যে, 'হে খোদা! তুমি সর্ব্ব শক্তি ও গৌরবের আধার। আমি পাপী এবং পাপ আমার প্রতি শিরায় শিরায় এরূপ ক্রিয়া করিয়াছে যে নামাজে আমার মন নিবিষ্ট হয় না। তুমি তোমার নিজ দয়ায় ও অনুগ্রহে আমার পাপ ক্ষমা কর, আমার ত্রুটি মার্জ্জনা কর, আমার হৃদয়কে দ্রবীভূত করিয়া দাও এবং আমার হৃদয়ে তোমার মহিমা উপলব্ধি করিবার শক্তি দাও, তোমার ভীতি, তোমার প্রেম জাগ্রত

করিয়া দাও, যেন ইহার ফলে আমার পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হয় এবং নামাজে মন নিবিষ্ট হয়। এই দোয়া যে কেবল 'কেয়াম' (দণ্ডায়মান) অবস্থায়ই করিতে হইবে তাহা নহে, বরং 'রুকুতে' (অবনত অবস্থায়), 'সেজ্‌দায়' (প্রণত অবস্থায়) এবং 'তাশাহুদ' পাঠ করার পরও এই দোয়া করিতে হইবে; এবং দোয়া নিজ ভাষায় করিতে হইবে। এইরূপ দোয়া করিতে করিতে অবসন্ন ও ক্লান্ত হওয়া উচিত নয়; বরং পূর্ণ ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায় সহকারে পাঁচ ওয়াক্তের নামাজে এবং 'তাহাজ্জতের' নামাজেও এইরূপ ভাবে দোয়া করা এবং আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট পুনঃ পুনঃ আপন পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত, কেননা পাপের দরুণ হৃদয় পাষাণবৎ হইয়া যায়। এরূপ অধ্যবসায় সহকারে প্রার্থনা করিলে কোন সময় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবেই; কিন্তু মৃত্যুকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে এবং জীবনকে অল্পায়ু ও মৃত্যুকে নিকটবর্ত্তী জ্ঞান করিতে হইবে। ইহাই নামাজে একাগ্রতা লাভ করিবার উপায়।

আল্‌ফজল্, ১৬ মার্চ্চ, ১৯৩৬।

(৪)

ধর্ম্মসেবায় জীবন উৎসর্গ কর।

আল্লাহ্‌র পথে জীবন উৎসর্গ করা মানুষের কর্ত্তব্য। আমি কখন কখন পত্রিকায় দেখিতে পাই যে, আর্য্যসমাজী আর্য্য-সমাজের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, বা পাদরি খৃষ্টান মিশনকে আপন জীবন দান করিয়াছে। আমি অবাক হই যে, মোসলমানগণ কেন ইসলামের সেবায় এবং আল্লাহ্‌র পথে জীবন উৎসর্গ করে না! স্মরণ রাখিও, আল্লাহ্‌র পথে জীবন উৎসর্গ করা লোক্‌শানের ব্যবসা নয়, বরং অপরিমেয় লাভের ব্যবসা। হায়! মোসলমানগণ যদি জ্ঞান রাখিত এবং এই ব্যবসার লাভ ও উপকার উপলব্ধি করিতে পারিত! এই 'ওয়াক্‌ফ্' (উৎসর্গ) মানুষকে সকল প্রকার চিন্তাভাবনা হইতে মুক্তি প্রদান করে। মাননীয় সাহাবাগণ (রাঃ) এই 'ওয়াক্‌ফ্' দ্বারাই পবিত্র ও চিরস্থায়ী জীবন লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের লোকগণ এই পথ অবলম্বন করিতে ইতঃস্তত করে। ইহার কারণ এই যে মানুষ এই 'ওয়াক্‌ফের' প্রকৃত মর্ম্ম এবং 'ওয়াক্‌ফের' পরে যে পরম আনন্দ লাভ হয় তাহা জ্ঞাত নহে। 'ওয়াক্‌ফ্' করার সুখ ও আনন্দ যদি মানুষ বিন্দুমাত্রও উপলব্ধি করিতে পারে তবে অসীম আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত মানুষ এক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে।

আল্‌ফজল্, ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬।

(৫)

নিজ আরাম অপেক্ষা নিজ ভ্রাতার আরামকে অগ্রগণ্য মনে কর।

আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে পর্য্যন্ত মানুষ নিজ আরাম অপেক্ষা নিজ ভ্রাতার আরামকে যথাসাধ্য অগ্রগণ্য মনে না করে, সে পর্য্যন্ত মানুষের 'ঈমান' পরিপক্ক হইতে পারে না। আমার এক ভ্রাতা যদি আমারই সম্মুখে দুর্ব্বল ও রুগ্ন শরীর নিয়া মৃত্তিকায় শয়ন করে এবং আমি সুস্থ ও সবল হওয়া সত্ত্বেও খাট দখল করিয়া বসি যেন সে উহাতে বসিতে না পারে, তবে আমার অবস্থা বাস্তবিকই শোচনীয়। আমি যদি উঠিয়া আদর ও সহানুভূতি সহকারে নিজ খাট তাহাকে প্রদান না করিয়া নিজের জন্য ঘরের মেজেকেই পছন্দ না করি, আমার ভাই যদি রুগ্ন ও বেদনাক্লিষ্ট থাকে আর আমি যদি আরামে নিদ্রা যাই এবং তাহার আরামের জন্য যথাসাধ্য বন্দোবস্ত করিয়া না দেই, তবে আমাকে ধিক্! আমার কোন ধর্ম্মগত ভ্রাতা যদি প্রবৃত্তির বশে আমার প্রতি কোন কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিয়া ফেলে এবং আমিও যদি দেখিয়া শুনিয়া তাহার প্রতি কর্কশ বাক্য ব্যবহার করি তবে আমাকে ধিক্! তখন বরং তাহার কর্কশ বাক্য আমার সহ্য করা উচিত এবং নামাজে তাহার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া দোয়া করা উচিত; কারণ সে আমারই ভ্রাতা এবং নৈতিক রোগে আক্রান্ত। আমার কোন ভ্রাতা যদি সোজা প্রকৃতির হয়, বা অল্প জ্ঞান ও সরলতা বশতঃ কোন ত্রুটি করিয়া ফেলে তখন তাহাকে বিদ্রূপ করা বা তাহার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করা, কিম্বা অসৎ উদ্দেশ্যে তাহার দোষ প্রকাশ করা আমার উচিত নয়। এইগুলি সব ধ্বংসের পথ। যে পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তির মন কোমল না হয়, যে পর্য্যন্ত সে নিজকে অন্য সকল অপেক্ষা ক্ষুদ্র মনে না করে এবং সকল প্রকারের গর্ব্ব পরিহার না করে, সে পর্য্যন্ত সে প্রকৃত বিশ্বাসী হইতে পারে না। জাতির সেবক হওয়া জাতির নেতা হওয়ার লক্ষণ। গরীব লোকদের সঙ্গে নম্র ব্যবহার করা এবং হাসিমুখে তাহাদের সঙ্গে কথা বলা খোদাতায়ালার 'মক্‌বুল্' (প্রিয়) হওয়ার লক্ষণ। অন্যায়ের প্রত্যুত্তরে সদ্ব্যবহার করা সৌভাগ্যের লক্ষণ। ক্রোধকে দমন করা এবং কটুক্তি সহ্য করা অতি উচ্চ স্তরের শৌর্য্য।

আল্‌ফজল্, ২৫শে এপ্রিল, ১৯৩৫ ইং।

(৬)

মিথ্যার ন্যায় অনর্থ আর কিছুই নহে।

নিশ্চয় স্মরণ রাখিও মিথ্যার ন্যায় অনর্থ আর কিছুই নহে। দুনিয়াদার (সংসার-লিপ্ত) লোকেরা বলিয়া থাকে যে, সত্যবাদী শাস্তি প্রাপ্ত হয়; কিন্তু একথা আমি কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? আমার নামে সাত বার মোকদ্দমা করা হইয়াছে, কিন্তু খোদার ফজলে একবারও আমার কোন মিথ্যা বলিবার প্রয়োজন হয় নাই। কেহ কি বলিতে পারে যে আমি কোন মোকদ্দমায় পরাজিত হইয়াছি? আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং সত্যের সহায় ও সাহায্যকারী। ইহা কি কখনও সম্ভব যে তিনি সত্যবাদীকে শাস্তি দিবেন? যদি তাহাই হয় তবে দুনিয়াতে কেহ সত্য বলিবার সাহস করিবে না এবং অবশেষে মানব খোদাতায়ালার প্রতিও বিশ্বাস হারাইবে এবং সাধু ব্যক্তিগণ জীবন্মৃত হইয়া যাইবে।

প্রকৃত কথা এই যে, সত্য কথা বলিয়া কেহ কখনও শাস্তি প্রাপ্ত হয় না। অন্য কোন অজ্ঞাত অন্যায় বা মিথ্যাচরণের কারণেই মানুষ শাস্তিভোগ করিয়া থাকে। খোদাতায়ালার নিকট এই সকল লোকের অন্যায়াচরণের এবং কুকর্ম্মের ধারাবাহিক লিপি রহিয়াছে, বহু দোষ ত্রুটি তাহাদের নামে লিখা আছে। তন্মধ্যে কোন একটার কারণেই শাস্তি ভোগ করিয়া থাকে। বাটালা নিবাসী গোল আলীশাহ্‌ নামক আমার এক শিক্ষক ছিলেন। তিনি শের সিংহের পুত্র প্রতাপ সিংহকেও শিক্ষাদান করিতেন। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা শের সিংহ তাহার পাচককে কেবল লবণ মরিচ অতিরিক্ত ব্যবহার করার দরুণ অত্যন্ত প্রহার করেন। তিনি বড়ই সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাই পাচককে প্রহার করিতে দেখিয়া তিনি বলিয়া ফেলিলেন, 'আপনি বড়ই অন্যায় করিয়াছেন।' তদুত্তরে শের সিংহ বলিলেন, 'এই ব্যক্তি আমার একশত পাঠা আত্মসাৎ করিয়াছে তাহা আপনি অবগত নহেন।'

এইরূপে মানুষের বহু অন্যায় পুঞ্জীভূত থাকে এবং তজ্জন্য কোন ঘটনা বিশেষের উপলক্ষে শাস্তি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি সত্যনিষ্ঠ হইবে সে কখনও অপদস্থ বা লাঞ্ছিত হইবে না; কারণ সে খোদাতায়ালার আশ্রয়ে আছে, এবং খোদাতায়ালার আশ্রয়ের ন্যায় সুরক্ষিত দুর্গ আর নাই।

আল্‌ফজল্‌, ৯ মে, ১৯৩৬ ইং

(৭)

যে ব্যক্তির সমস্ত ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা খোদাতায়ালার জন্য নহে সে নরকের অতি নিকটবর্ত্তী।

আমি তোমাদিগকে সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি ধর্ম্মের সহিত সংসারের সংমিশ্রণ করে সে ধ্বংস প্রাপ্ত; এবং যে আত্মার সমস্ত ইচ্ছা খোদাতায়ালার জন্য নয়, বরং কতক খোদাতায়ালার জন্য আর কতক সংসারের জন্য, সেই আত্মা নরকের অতি সন্নিকট। সুতরাং তোমাদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যে যদি বিন্দুমাত্রও পার্থিব বিষয়ের সংমিশ্রন থাকে তবে তোমাদের সমস্ত 'এবাদতই' (উপাসনা, আরাধনাই) বিফল। এরূপ অবস্থায় তোমরা খোদাতায়ালার আনুগত্য না করিয়া শয়তানের আনুগত্য করিয়া থাক। তোমরা কখনও এরূপ আশা করিও না যে এমতাবস্থায় খোদাতায়ালা তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন। এরূপ অবস্থায় তোমরা বরং মৃত্তিকার কীট স্বরূপ, এবং অল্পদিনের মধ্যেই কীট সদৃশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। খোদাতায়ালা তোমাদের সহায় হইবেন না, বরং খোদাতায়ালা তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া সন্তুষ্ট হইবেন। তোমরা যদি প্রকৃতপক্ষে আত্মবিলীন কর তবে তোমরা খোদাতায়ালাতে প্রকাশিত হইবে এবং তিনি তোমাদের সহায় হইবেন, এবং যে গৃহে তোমরা অবস্থান করিবে সেই গৃহ 'বা-বরকত' (ধন্য) হইবে; তোমাদের গৃহের প্রাচীরেও খোদাতায়ালার 'রহমত্‌' বা করুণা বর্ষিত হইবে। যে সহরে এইরূপ লোক বাস করিবে সেই সহরও 'বা-বরকত' (আশীর্বপ্রাপ্ত) হইবে। তোমাদের জীবন, মরণ ও দৈনন্দিন কর্ম্ম, এবং তোমাদের নম্র বা কঠোর ব্যবহার যদি কেবল খোদাতায়ালার জন্যই হয়, প্রত্যেক বিপদাপদে যদি তোমরা খোদাতায়াল'কে পরীক্ষা না কর এবং তাঁহার সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন না কর, বরং সম্মুখে অগ্রসর হও, তবে আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, তোমরা খোদাতায়ালার এক বিশেষ প্রিয় জাতিতে পরিণত হইবে। তোমরা আমারই ন্যায় মানুষ এবং তোমাদের যিনি খোদা তিনিই আমারও খোদা; সুতরাং তোমরা নিজেদের পবিত্র শক্তিগুলিকে বিনষ্ট করিও না।

আল্‌ফজল্‌, ৫ই মে, ১৯৩৬।

কিশ্‌তিয়ে নূহ্‌ বা উদ্ধারতরী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইঞ্জিলের ন্যায় কোরাণ শরীফ তোমাদিগকে এই কথা বলে না যে, কখনও কোন শপথ করিও না, বরং এই শিক্ষা দেয় যে অনর্থক কোন শপথ করিও না। কোন কোন অবস্থায় শপথ মীমাংসায় পৌঁছিতে সাহায্য করে। খোদাতায়ালা প্রমাণের কোন সূত্রকে বিনষ্ট করিতে চান না; কেননা তাহাতে তাঁহার 'হেকমত' বা উদ্দেশ্য বিফল হয়। ইহা স্বাভাবিক যে, যদি কেহ কেন বিচার্য্য বিষয়ে সত্য গোপন করে তবে মীমাংসার জন্য খোদাতায়ালার সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়, এবং খোদাতায়ালাকে সাক্ষ্য করিয়া উক্তি করাকে শপথ বলে।

ইঞ্জিলের ন্যায় কোরাণ শরীফ তোমাদিগকে একথা বলে না যে, কোন অবস্থায়ই অত্যাচারীর 'মোকাবিলা' (প্রতিরোধ) করিতে নাই; বরং কোরাণ শরীফ এই শিক্ষা দেয়, جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله

অর্থাৎ 'অন্যায়ের প্রতিদান কৃত অন্যায়ের ঠিক সম পরিমাণ; কিন্তু যে ব্যক্তি অপরাধ ক্ষমা করে এবং ফলে কোনরূপ অমঙ্গলের সৃষ্টি না হয় বরং অপরাধীর সংশোধনের কারণ হয়, তাহার প্রতি খোদাতায়ালা সন্তুষ্ট হইবেন এবং তাহাকে ইহার জন্য পুরস্কার প্রদান করিবেন।'

সুতরাং, কোরাণ শরীফের শিক্ষা অনুসারে প্রত্যেক স্থলেই প্রতিশোধ বা ক্ষমা প্রশংসনীয় নহে, বরং, পাত্র বিচার করিতে হইবে, এবং অবস্থাভেদে প্রতিশোধ গ্রহণ বা ক্ষমা প্রদর্শন করিতে হইবে; যথেচ্ছ ভাবে নয়। ইহাই কোরাণ-শরীফের শিক্ষা।

কোরাণ শরীফ ইঞ্জিলের মত এই কথা বলে না যে, নিজ শত্রুকে ভালবাস; বরং এই শিক্ষা দেয় যে, ব্যক্তিগত কারণে যেন কাহারও সহিত শত্রুতা না থাকে এবং সাধারণ ভাবে সকলের প্রতিই যেন সহানুভূতি থাকে। যে ব্যক্তি তোমার খোদার শত্রু, তোমার রসুলের শত্রু এবং আল্লাহ্‌র কেতাবের শত্রু, সেই ব্যক্তিই যেন তোমার শত্রু হয়, কিন্তু এরূপ ব্যক্তিও যেন তোমার সত্যের প্রতি আহ্বান এবং মঙ্গলকামী প্রার্থনা হইতে বঞ্চিত না হয়। তাহাদের কর্ম্মের নিন্দা ও বিরুদ্ধাচরণ করিতে পার, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন শত্রুতার ভাব পোষণ করিও না; বরং তাহাদের সংশোধনের জন্য চেষ্টা কর। কোরাণ শরীফ বলিতেছে, ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের নিকট শুধু এই চাহেন যে, তোমরা সমস্ত মানব জাতির প্রতি 'আদল' বা ন্যায় ব্যবহার কর; তদোপরি, যাহারা তোমাদের কোন উপকার করে নাই তাহাদের প্রতিও 'এহ্‌সান্‌' বা উপকার কর; অধিকন্তু তোমরা খোদার সৃষ্ট জীবের প্রতি এরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন কর যেরূপ সহানুভূতি আপন ঘনিষ্ট আত্মীয়—যথা, মাতা, সন্তানের প্রতি করিয়া থাকেন। কেননা, এহ্‌সান্‌' বা পরোপকার সাধনে এক আত্মপ্রদর্শনের ভাব ও নিহিত থাকে, এবং উপকারী কখন কখন আপন কৃত উপকারের বিষয় প্রকাশ করিয়াও ফেলে; কিন্তু যে ব্যক্তি মাতার ন্যায় স্বাভাবিক প্রেরণায় পরোপকার করিয়া থাকেন তিনি কখনও আত্ম-প্রদর্শন করিতে পারেন না। সুতরাং সর্ব্বোচ্চ স্তরের সৎকাজ তাহাই যাহা মাতার ন্যায় স্বাভাবিক প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া করা হয়।

উপরোক্ত শ্লোক যে কেবল সৃষ্ট জীবের বেলায়ই প্রযোজ্য তাহা নহে, বরং স্রষ্টার বেলায়ও প্রযোজ্য। খোদাতায়ালার 'নেয়ামত' বা দান সমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিলেই তৎপ্রতি 'আদল' (ন্যায়) করা হয়। খোদাতায়ালার প্রতি 'এহ্‌সান্‌' (উপকার) করার অর্থ খোদাতায়ালার সত্তার উপর এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আনয়ন করা যেন তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করা হইতেছে। খোদাতায়ালার প্রতি 'ইতায়েজিল্‌ কুর্‌বার' (আপন আত্মীয় স্বরূপ সহানুভূতির) অর্থ এই যে তাঁহার উপাসনা যেন 'বেহেস্তের' লোভে বা 'দুজখের' ভয়ে করা না হয় বরং বেহেস্ত, দুজখ্‌ নাই বলিয়া ধরিয়া নিলেও যেন তৎপ্রতি প্রেম ও আনুগত্য প্রকাশে তারতম্য না হয়।

ইঞ্জিলে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি তোমাকে অভিশাপ দেয় তুমি তাহার জন্য আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা কর; কিন্তু কোরাণ শরীফ এই শিক্ষা দেয় যে, 'তুমি নিজ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কিছুই করিও না। এরূপ ব্যক্তির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে খোদার জ্যোতির আলয় মন হইতে বিচার প্রার্থনা কর। খোদাতায়ালা যদি তোমার মনে এই প্রেরণা দেন যে এই অভিশাপদাতা করুণার পাত্র এবং স্বর্গে তাহার উপর

অভিসম্পাত বর্ষিত হয় নাই, তবে তুমিও তাহাকে অভিশাপ দিয়া খোদাতায়ালার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিও না; কিন্তু যদি তোমার বিবেক তাহাকে ক্ষমার যোগ্য মনে না করে এবং তোমার মনে এই কথার উদয় হয় যে স্বর্গেও এই ব্যক্তি অভিশপ্ত হইয়াছে, তবে তাহার জন্য আশীষ কামনা করিও না। শয়তানের জন্য কোন নবীই আশীষ প্রার্থনা করেন নাই এবং উহাকে অভিশাপ হইতে মুক্ত করেন নাই। পক্ষান্তরে কাহাকেও অভিশাপ করিতে তাড়াতাড়ি করিও না; কেননা, অধিকাংশ স্থলেই ধারণা ভ্রান্তিমূলক হইয়া থাকে এবং অভিসম্পাত নিজের উপরই পতিত হয়। সতর্কতার সহিত পদবিক্ষেপ কর ও বিবেচনা করিয়া কার্য্য কর এবং আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর; কারণ তোমরা অজ্ঞ; এমন যেন না হয় যে ন্যায়বানকে অত্যাচারী এবং সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী মনে করিয়া খোদাতায়ালার অপ্রীতিভাজন হও, ফলে তোমাদের সমস্ত সৎকাজ পণ্ড হইয়া যায়।

তদ্রূপ ইঙ্গিলে বর্ণিত হইয়াছে যে তোমরা পুণ্যকাজ প্রকাশ্যে লোককে দেখাইবার উদ্দেশ্যে করিও না; কিন্তু কোরাণ শরীফের শিক্ষা এই যে তোমাদের সকল পুণ্যকার্য্যই যেন গোপনে না হয়। যখন বুঝিবে যে কোন সৎকর্ম্ম গোপনে করা তোমার নিজ আত্মার জন্য কল্যাণকর তখন তাহা গোপনেই করিবে। যখন দেখিবে যে কোন সৎকর্ম্ম প্রকাশ্যে করা সাধারণের জন্য মঙ্গলজনক তখন তাহা প্রকাশ্যেই করিবে। তাহা হইলে তোমরা দ্বিগুণ পুণ্যের অধিকারী হইবে এবং যে দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক কোন পুণ্য কার্য্য সাধন করিতে সাহস করিত না সেও তোমাদের অনুকরণ করিয়া তোমাদের মত পুণ্যকার্য্য সাধন করিবে। মোট কথা, খোদাতায়ালা তাঁহার 'কালামে' (উক্তিতে) বলিয়াছেন, سراو علا نيةً অর্থাৎ (সৎকর্ম্ম) গোপনেও কর, প্রকাশ্যেও কর। এই সমস্ত আদেশের উদ্দেশ্য তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। তাহার প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, কেবল বাক্য দ্বারাই নহে বরং স্বীয় কার্য্যকলাপ দ্বারাও লোকদিগকে সৎকার্য্য সাধনের জন্য উৎসাহিত কর; কেননা, সকল স্থলেই বাক্য ফলপ্রসূ হয় না, বরং অধিকাংশ স্থলে আদর্শই কার্য্যকরী হয়।

ক্রমশঃ

দেশবাসীর প্রতি আহ্বান *

'হে দেশবাসিগণ! আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দাও এবং তাঁহার প্রতি ঈমান আন, তাহা হইলে তিনি তোমাদের সকল পাপ ক্ষমা করিবেন এবং তোমাদিগকে কষ্টপ্রদ শাস্তি হইতে রক্ষা করিবেন, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আহ্বানকারীকে গ্রহণ না করে, পৃথিবীতে কোথাও তাহার আশ্রয় স্থান নাই, এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত তাহার কোন সাহায্যকারী নাই।"

অদ্য ২৯শে মার্চ্চ, ১৯৩৬, রবিবার। আহমদীয়া সঙ্ঘের নেতা অদ্য "তব্‌লিগ্‌ ডে" ধার্য্য করিয়াছেন। তাই আমরা আমাদের দেশবাসিগণকে ইসলামের সংবাদ পৌছাইবার জন্য অদ্য উপস্থিত হইয়াছি। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের সাক্ষ্য যে আমরা এই কার্য্যে নিজ প্রাধান্য বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত হই নাই। রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য ইদানিং অনেক লোক ধর্ম্ম প্রচার করিতে তৎপর হইয়াছে সত্য, কারণ দেশের নূতন আইন অনুসারে কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে তাহাদের রাজনৈতিক অধিকারও বৃদ্ধি পাইবার কথা; কিন্তু, অন্তর্যামী আমাদের সাক্ষ্য, তদ্রূপ কোন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া, বা কোন দলের প্রভুত্ব বিস্তার করিবার জন্য আমরা আজ দেশবাসীকে ইসলামের দিকে আহ্বান করিতে অগ্রসর হই নাই। যদি সম্ভব হইত তবে আমরাও মহাত্মা ভীষ্মের মত আজ সত্যের প্রচারের উদ্দেশ্যে নিজেদের জন্মাধিকার বিসর্জ্জন দিতে স্বীকৃত ছিলাম। "আল্লাহ্‌ এক, তিনিই একমাত্র উপাস্য, সকল মানব তাঁহারই সন্তান", এই সত্য জগৎময় প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে আবশ্যক হইলে আমরাও আমাদের সকল প্রকার রাজনৈতিক অধিকার ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। রাজনৈতিক অধিকার লইয়া আমরা কি করিব? আমাদের প্রতিবেশী রাম, যদু বা জোহ্‌ন যদি

* এই প্রবন্ধটি গত ২৯শে মার্চ্চ 'প্রচার দিবস' উপলক্ষে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়া কর্ত্তৃক পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। হিন্দু ভ্রাতাগণের নিকট যুগাবতারের বার্ত্তা পৌছাইবার উদ্দেশ্যে ইহা পুনঃ এস্থলে প্রকাশিত হইল।

প্রকৃত ধার্ম্মিক হন, যদি ভগবানে নিষ্ঠা এবং জীবে দয়া তাহার জীবন মন্ত্র হয়, তবে তাহার হাতে আমাদের শাসন ও বিচার ভার অর্পণ করিতে আমরা কোন রকমেই কুণ্ঠিত নহি। নাম লইয়া বিবাদে কি ফল? আজ মুসলমান নামধারী অবিশ্বাসী ও অত্যাচারীর অভাব নাই। আল্লাহ্‌তায়ালা মানবের মনের বিশ্বাস এবং বাহ্যিক কার্য্য দেখিয়া বিচার করেন; তাহাদের নাম, জাতি বা গোত্র দেখিয়া নহে। তাই আমরা বলি, হে প্রিয় দেশবাসিগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে আস, তাঁহার প্রেরিত বার্ত্তাবহ বা অবতারের আহ্বানে সাড়া দেও; তাঁহার প্রদর্শিত ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হও, কারণ মহাজনের পথই একমাত্র ধর্ম্মপথ। তোমাদের সকল দুঃখকষ্টের অবসান হইবে। তোমাদের লুপ্ত সৌষ্ঠব ফিরিয়া আসিবে। ইহকালে ও পরকালে তোমরা চিরসুখী হইবে; কারণ বিশ্বজগৎ তাঁহার বই অন্য কাহারও নহে। তাই সাধক সত্যই বলিয়াছেন :—

"মাগুর মাছের ঝোল, নব যুবতির কোল, সব পাবি, সব পাবি, বল হরি হরি বোল।"

আজ কোথায় সেই অবতার, কোথায় সেই মহাজন, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমরা সকল বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি? আমরা কি তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব? মানবের পক্ষে কি তদ্রূপ বাহির করা সম্ভব? দেশ বিদেশে কত মহা পণ্ডিত, কত মহা ভক্ত, কত মহা সাধক বিদ্যমান আছেন, কে বলিয়া দিবে তাহাদের মধ্যে সেই মহাজন, সেই অবতার কে?

আল্লাহ্‌ স্বপ্রকাশ। তিনি তাঁহার অবতার ও নিজের পরিচয়ের জন্য অন্য কোন ব্যক্তির মুখাপেক্ষী নহেন। তাঁহার আগমন, তাঁহার কার্য্য তিনি নিজেই ঘোষণা করিয়া থাকেন। তিনি নিজ পরিচয়ের জন্য দার্শনিক বা পণ্ডিতের গবেষনা বা তপস্যার অপেক্ষা করেন না।

ভারতের হৃদয় আজ সত্যের জন্য, আলোর জন্য অধীর, অস্থির। শিশুর ক্রন্দন ধ্বনির মত তাহারও ক্রন্দন ধ্বনি আজ আল্লাহ্‌র শ্রবণে প্রবেশ করিয়াছে। রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন ও রামকৃষ্ণের আকুল প্রার্থনা নিষ্ফল যায় নাই। তাই আল্লাহ্‌র স্নেহ সমুদ্রে আজ বান ডাকিয়াছে।

তাই তাঁহার অবতার হজরত আহ্‌মদ (আঃ) বজ্র নিনাদে ঘোষণা করিয়াছেন, "আমি আল্লাহ্‌র অবতার, আমি কৃষ্ণ রুদ্র গোপাল, আমি মসিহ্‌, আমি মাহ্‌দী, আমি নবী, আমি রসুল। এস হে জগৎবাসী আমার নিকট এস, তোমাদের সকল বিপদ ঘুচিবে; তোমাদের সকল দুঃখের অবসান হইবে; তোমাদের নষ্ট ঐশ্বর্য্য ফিরিয়া আসিবে।"

আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত আহ্‌মদের (আঃ) প্রতি নিম্নলিখিত ঐশীবাণী প্রেরণ করেন :—

"তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী রসুলগণ যাহার আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া নিজ নিজ উম্মতগণকে আনন্দ সংবাদ দিয়াছিলেন সেই ভবিষ্যদ্বাণী তোমাতে পূর্ণ হইল। তুমি আল্লাহ্‌তায়ালার পূর্ব্ববর্ত্তী নবিগণের পোষাক পরিধান করিয়া আসিয়াছ, অর্থাৎ তাঁহাদের সকলের গুণরাশি তোমাকে দেওয়া হইয়াছে। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার যিনি তোমাকে মরিয়মপুত্র ঈসা মসিহ্‌রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি কেন এরূপ করিলেন কাহারও প্রশ্ন করিবার অধিকার নাই; কিন্তু মনুষ্যগণকে প্রশ্ন করা হইবে কেন তাঁহারা তাঁহার আজ্ঞা পালন করিল না। তুমিই সেই পবিত্র ব্যক্তি মসিহ্‌ যাহার কার্য্য বিনষ্ট হইবার নহে। ব্রাহ্মণ অবতারের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা উচিত নহে। হে রুদ্র গোপাল কৃষ্ণ! তোমার মহিমা গীতায় লিপিবদ্ধ আছে।"

উপরোক্ত ঐশ বাক্যগুলি হইতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে সর্ব্বকালের মহাপুরুষগণ প্রতিশ্রুত সেই মহাজনরূপে জগতের সংস্কারের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, যাঁহাকে মাহ্‌দী, মসিহ্‌, ব্রাহ্মণ অবতার, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

প্রিয় দেশবাসি! এই মহাবাণীর প্রতি কর্ণপাত কর। ক্ষণেকের তরে সংসার চিন্তা হইতে বিরত হও। দেখ, তিনি তোমাদের জন্য কি অমৃতই না আনিয়াছেন! তাঁহাকে গ্রহণ কর। হৃদয়ের হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা ইত্যাদি সকল ব্যাধি দূর হইবে, এবং শান্তি, ভক্তি ও প্রেম তোমাদের হৃদয়কে প্লাবিত করিবে। তোমরা ইহ জীবনেই স্বর্গ সুখ উপভোগ করিবে।

হে দুঃস্থ, হে দরিদ্র, হে নির্য্যাতিত! কে তোমাদের দুঃখ ঘুচাইবে? কে তোমাদের চক্ষের জল মুছাইবে? জগতের দিকে দেখিও না। জগৎ স্বার্থপর। জগৎ তোমাকে উপেক্ষা করিয়াছে। জগৎ তোমাকে উপেক্ষা করিবে। সেই দয়াময় পরম পিতার দিকে ধাবিত হও। তিনি তোমার উদ্ধারের জন্য তাঁহার দাসকে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার শরণ লও। তোমার সকল দুঃখের অবসান হইবে।

সমাজ! সমাজের কথা চিন্তা করিতেছ? সমাজ লইয়া তুমি কি করিবে? সমাজত তাঁহারই দান। তিনি যদি প্রসন্ন হন

তবে সমাজও তিনিই তোমাকে দিবেন। এস ভাই, আমরাই তাঁহার সমাজ। জগৎ যদি আমাদিগকে উপেক্ষা করে, জগৎ যদি আমাদিগকে উৎপীড়িত করে তবে আমরা তাঁহারই চরণে আশ্রয় লইব। তাঁহাকেই অধিকতর আঁকড়াইয়া ধরিব। তাঁহার প্রেমের আশীর্ব্বাদে আমরা পরস্পর দৃঢ়তর প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হইব।

"আল্লাহো আক্‌বর"
তাঁহারি জয় গাই কো মোরা,
নাইকো মোদের তিনি ছাড়া
অন্য পূজ্য আর।
তাঁহারি নাম শুনাতে আজি
দেশবাসীকে আমরা সাজি
ঘুরছি দ্বারে দ্বার॥

"আল্লাহো আক্‌বর"
ইস্‌লাম দেওয়া ধর্ম্ম তাঁরি,
আন্‌ল ধরায় শান্তিবারি
হিংসা-দ্বেষ ভুলি।
মানব মাত্র সবাই ভাই,
জাতি বরণ মোদের নাই।
কোলে নিব তুলি॥

"আল্লাহো আক্‌বর"
এস তবে ত্বরা করি,
যে যেখানে আছ পড়ি
ইস্‌লামের ছায়ে।
পাবি জ্ঞান, পাবি মান,
পরকালে পরিত্রান।
ইস্‌লাম আশ্রয়ে॥

কোরবাণী

প্রত্যেক পিতা, মাতা ও সন্তান, ইব্রাহীম্, হাজেরা ও ইস্‌মাইল সাজ

হজরত আমীরুল্ মুমেনীনের প্রদত্ত গত কোরবাণীর ঈদের খোৎবার সংক্ষিপ্ত সার
(১৯৩৬ ইং ১৪ই মার্চ্চের 'সানরাইজ' হইতে উদ্ধৃত)

অদ্যকার এই দিবস হজরত ইব্রাহীমের (আঃ) মহান্ ত্যাগের কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। সে আজ প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কথা, কিন্তু আজও এই কথা ভাবিলে আমাদের হৃদয়ে উচ্চ ভাবে পূর্ণ হয়। খোদার আদেশ পালনে হজরত ইব্রাহীম (আঃ) কেমন করিয়া তদীয় পুত্র ইস্‌মাইলকে (আঃ) বলি দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং ইস্‌মাইল ও কেমন স্বেচ্ছায় 'ইহা যদি খোদারই ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে আমি প্রস্তুত আছি' বলিয়া নিজকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে আমাদের হৃদয় দ্রবীভূত হয়। বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র পুত্রকে বলি দিতে যাইয়া তাঁহার হৃদয়ে যে পিতৃস্নেহ জাগ্রত হইয়াছিল এবং তিনি যে কত মনোকষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন তাহা হয়তঃ আমরা অনেকেই অনুমান করিতে পারি; কিন্তু খোদার আদেশ পালনে পুত্র বলি দিতে যাইয়া তাঁহার মনে যে গর্ব্ব ও আনন্দের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই অনুমান করিতে পারেন। মানুষ হিসাবে তাঁহার মনোকষ্ট হইয়াছিল সত্য, কারণ খোদা বলিয়াছেন, তিনি অতি কোমল-হৃদয় ছিলেন; কিন্তু এই কোরবাণী করার কালে পিতাপুত্র উভয়ের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাসও বিদ্যমান ছিল যে, এই কোরবাণী তাহাদের প্রতি খোদার এক অনুগ্রহ বিশেষ, এবং ইহার ফলে তাঁহারা খোদার প্রীতি লাভ করিবেন ও অতুল আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবেন। হজরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন তদীয় পুত্র ইস্‌মাইলকে (আঃ) জবেহ্ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন তখন তিনি এই কথা ভাবেন নাই যে তিনি পুত্রকে হারাইতেছেন, বরং তাঁহার মনে এই ধারণাই প্রবল ছিল যে খোদা তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেছেন।

তিনি তাঁহার পুত্রকে বলি দিতে উদ্যত হইলে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে দৈহিক বলিদান হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন। তখন তিনি এই কোরবাণী অন্য প্রকারে সম্পন্ন করেন। তিনি

তাঁহার ভার্য্যা হাজেরা এবং পুত্র ইস্‌মাইলকে (আঃ) মক্কার এক জলহীন মরুপ্রান্তরে স্থানান্তরিত করেন, এবং তাঁহাদিগকে তথায় রাখিয়া চলিয়া আসেন। প্রত্যাবর্ত্তন কালে তদীয় ভার্য্যা হাজেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'আপনি আমাদিগকে ফেলিয়া কোথায় যাইতেছেন?' ইব্রাহীম (আঃ) তখন ভাবের আতিশয্যে কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। হাজেরা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কি আল্লাহ্‌র আদেশে আমাদিগকে এরূপ অবস্থায় ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন?' তখন হজরত ইব্রাহীম (আঃ) আকাশের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া বুঝাইলেন যে—তাহাই। হজরত হাজেরা তখন আর দ্বিরুক্তর না করিয়া বলিলেন, 'যদি তাহাই হয়, তবে খোদা আমাদিগকে ধ্বংস করিবেন না।' হজরত ইব্রাহীমের (আঃ) সংসর্গে থাকিয়া হজরত হাজেরাও ঈমানের বল লাভ করিয়াছিলেন; তাই তিনি এই জলহীন মরুপ্রান্তরে জীবিকা নির্ব্বাহের কোন উপায় নাই জানিয়াও এরূপ উত্তর করিতে পারিয়াছিলেন। খোদা তাঁহার এই কোরবাণীকে ভুলেন নাই। খোদা যে কেবল তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন তাহাই নহে বরং তাঁহাদের বংশধর হইতে এক মহাজাতি উদ্ভূত করিলেন—যে জাতিতে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) ন্যায় জগজ্জয়ী মহাপুরুষ আবির্ভূত হন। ইস্‌মাইল (আঃ) এবং হাজেরা খোদার আদেশে সমস্ত জগৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং খোদা তাহার প্রতিদানে সমস্ত জগতকে তাঁহাদের বংশধরের পদানত করিয়া দিলেন।

অতএব অদ্যকার দিবস কোন সাধারণ দিবস নয় এবং ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাইলের (আঃ) কোরবাণীও কোন সাধারণ কোরবাণী নহে। অদ্যকার দিবস আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে আমাদের খোদা আমাদের নিকটবর্ত্তী; আমরা যদি কেবল ইসমাইল এবং হাজেরা সাজিতে পারি তবে আমাদিগগকেও খোদাতায়ালা সাহায্য ও সাফল্য মণ্ডিত করিবেন। হাজেরা যাহা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন প্রত্যেক খাটি মোসলেম মহিলা তাহা করিতে সক্ষম হইবেন, এবং ইস্‌মাইল (আঃ) যাহা করিতে পারিয়াছিলেন প্রত্যেক খাটি মোসলেম সন্তান তাহা করিতে পারিবে। হজরত মোহম্মদের (দঃ) উম্মত হওয়ার কারণে তোমরা সকলেই হাজেরা এবং ইসমাইলের অধ্যাত্মিক বংশধর। সুতরাং তাঁহারা যে কোরবাণী করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা তোমরাও করিতে সক্ষম হইবে।

অতএব আমি হাজেরার কন্যাগণকে তাহাদের মাতৃসদৃশ কোরবাণী করিতে আহ্বান করিতেছি, তদ্রূপ আমি ইসমাইলের (আঃ) সন্তানগণকেও তাহাদের পিতৃসদৃশ কোরবাণীর স্পৃহা প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করিতেছি। তোমাদের খোদা, হজরত ইব্রাহীম (আঃ) হইতে যেরূপ হাজেরা ও ইস্‌মাইলের কোরবাণী চাহিয়াছিলেন তোমাদের নিকট হইতেও তদ্রূপ কোরবাণী চাহিতেছেন কারণ এযুগের সংস্কারককেও ইব্রাহীম বলা হইয়াছে। অতএব ইস্‌মাইলের ন্যায় কোরবাণী করিবার সুযোগ পুনরায় তোমাদের সম্মুখেও উপস্থিত হইয়াছে, কারণ তোমাদের এ যুগের আধ্যাত্মিক পিতাকে ইব্রাহীম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। স্মরণ রাখিও, যাহারা খোদার জন্য আত্মোৎসর্গ করে তাঁহাদের মরণ হয় না, বরং তাঁহারা চিরজীবি হন।

বর্ত্তমান যুগে প্রাণ কোরবাণী করিবার পন্থাও ভিন্নরূপ। পূর্ব্বে তরবারিতে প্রাণ দিতে হইত কিন্তু বর্ত্তমানে এরূপ প্রাণ দানের প্রয়োজন নাই। অবশ্য মাঝে মাঝে এরূপ প্রানদানের সুযোগও আমাদের কোন কোন ভ্রাতার উপস্থিত হইয়াছে, যেমন কাবুলে কতিপয় ভ্রাতা শহিদ হইয়াছেন, কিম্বা আমাদের এদেশেও কোন কোন ভ্রাতা বিরুদ্ধবাদীদের উৎপীড়নে মৃত্যু বরণ করিয়াছেন; কিন্তু এযুগে মৃত্যু বরণ করার অর্থ ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করা, কিম্বা ইসলামী শরিয়তের বিধানানুযায়ী জীবন যাপন করা।

খোদাতায়ালা পূর্ব্ব যুগের সমুদয় আধ্যাত্মিক আশীষ পুনরায় অর্পণ করিতে চান; নূতন কোন পার্থিব রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করা বা কোন জাতিবিশেষকে অপর জাতিসমূহের উপর প্রাধান্য প্রদান করাও তাঁহার ইচ্ছা নয়। কেবল সত্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহার ইচ্ছা; এই উদ্দেশ্যেই তিনি আমাদের এই 'সেল্‌সেলাকে' (আন্দোলনকে) উদ্ভূত করিয়াছেন। অতএব, তোমরা সত্য, ন্যায় এবং সাধুতাকে আঁকড়িয়া ধর এবং ইস্‌লামের আদেশানুযায়ী জীবনকে গঠিত কর।

বর্ত্তমানে তোমাদের সম্মুখে কোরবানীর বহু পন্থা আছে। মানুষ কোর্টে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়—এবং ইহা বর্ত্তমান যুগের এক মহা অনর্থ। তোমরা যদি সর্ব্বদা সত্যকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও, তাহা হইলে তোমাদের জন্য মহা কোরবাণীর পথ উন্মুক্ত হইবে। তদ্রূপ কুপ্রবৃত্তিকে দমন করাও এক কোররাণী।

অতএব আমি আমাদের যুবকদিগকে ইস্‌মাইলের আদর্শ অনুসরণ করিতে এবং সর্ব্ব প্রকার দৈহিক ও নৈতিক কোরবাণীর জন্য প্রস্তুত হইতে আহ্বান করিতেছি। স্মরণ রাখিও ইস্‌লাম ত্যাগ ব্যাতিরেকে উন্নতি করিতে পারিবে না। যদি ইস্‌লামের উন্নতি দেখিতে চাও তবে ত্যাগের স্পৃহা জাগ্রত কর এবং পূর্ব্বতন

উম্মত যে সকল কোরবাণী করিয়াছিলেন তৎসমুদয়ই তোমরাও করিবার জন্য প্রস্তুত হও। তাহা হইলে খোদা যেরূপ ইব্রাহীমের (আঃ) কোরবাণীর স্মৃতিকে জীবিত রাখিয়াছেন তদ্রূপ তোমাদের কোরবাণীকেও তিনি জীবিত রাখিবেন।

সুতরাং তোমরা ইব্রাহীমের (আঃ) ন্যায় কোরবাণীর স্পৃহা নিজেদের মধ্যে জাগ্রত কর এবং ইস্‌মাইলের আদর্শ অনুসরণ কর। তাহা হইলে এই জগৎ তোমাদের জন্য এক নূতন জগতে পরিণত হইবে এবং আকাশও এক নূতন আকাশে পরিণত হইবে। খোদার হস্ত তোমাদের এবং তোমাদের শত্রুদের মাঝখানে হইবে। তাঁহার ফেরেস্তাগণ তোমাদিগকে রক্ষা করিবে; কিন্তু এই সাহায্য লাভ করিতে হইলে ঐরূপ ঈমান চাই, যাহা নারীকে হাজেরা এবং পুরুষকে ইব্রাহীমে পরিণত করিতে পারে।

আমি প্রার্থনা করিতেছি, খোদাতায়ালা যেন আমাদের মধ্যে প্রকৃত কোরবাণীর স্পৃহা জাগ্রত করেন এবং আমরা যেন রসুলে করীমের (দঃ) যোগে প্রদত্ত এবং মসিহ্ মাউদের (আঃ) যোগে প্রচারিত সকল স্বর্গীয় আশীষ ও বর লাভ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় কোরবাণী করিতে সক্ষম হই। —আমিন।

আত্মসংস্কার

(হজরত আমীরুল্ মোমেনীন্ খলিফাতুল্ মসিহের ১০ই এপ্রিল, ১৯৩৬, তারিখের খোৎবার সার)

অনুবাদক—মৌলভী মোহাম্মদ আলী আনোয়ার

সুরা 'ফাতেহা' পাঠ করিবার পর বলেন—

মানব জীবনে কখন কখন এরূপ সময় উপস্থিত হয় যাহা বাহ্যতঃ উৎকণ্ঠাজনক বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহা আনন্দের সময়। আবার কখনও বা এরূপ সময় উপস্থিত হয় যাহা বাহ্যতঃ আনন্দজনক বোধ হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তখন দুঃখ ও মনঃস্তাপের সময়।

মোমেনদিগের সম্মুখেও এরূপ অবস্থা উপস্থিত হয় যাহা বাহ্য দৃষ্টিতে উৎকণ্ঠাজনক বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তখন কোন উৎকণ্ঠার কারণ থাকে না। খোদাতায়ালা তখন বিরোধিগণকে হীন করিতে থাকেন, কিন্তু বিরোধিগণ তখন আনন্দ করিতে থাকে এবং ভাবে যে তাহাদের জন্য উন্নতির আয়োজন চলিতেছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তখন তাহাদের আনন্দের কোন কারণ থাকে না। উভয় পক্ষকেই আল্লাহ্‌তায়ালা প্রকৃত বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞ রাখেন, যে পর্য্যন্ত না মীমাংসার সময় আসে এবং তখন উভয়ই স্তম্ভিত হইয়া যায়। মুকুটলাভের জন্য যে উদ্‌গ্রীব ছিল, সে হঠাৎ দেখিতে পায় যে, ফাসি কাষ্ঠের নিকট দণ্ডায়মান; এবং যে ভাবিতেছিল যে, তাহাকে ফাসিকাষ্ঠের নিকট লইয়া যাওয়া হইতেছে, সে হঠাৎ দেখিতে পায় যে, তাহাকে সিংহাসনারূঢ় করা হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দী পূর্ব্বে যখন ইহুদীরা হজরত মসিহ্‌কে (আঃ) ক্রোশবিদ্ধ করিবার জন্য আয়োজন করিতেছিল, তখন তাহাদের মনে যে হর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, আজ তাহা কে অনুমান করিতে পারে? পক্ষান্তরে, হজরত মসিহ্‌র (আঃ) সহচর, 'হাওয়ারিগণের' তখন যে অবস্থা ছিল, তাহাও আজ কেহ অনুমান করিতে পারে না। যে ত্রাস ও বিক্ষোভ তখন 'হাওয়ারিগণের' হৃদয়ে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা একথা হইতে বুঝা যায় যে, ঐ দীনহীন ব্যক্তিগণ যাহারা অসি পরিচালন আদৌ জানিত না, তাহাদের মধ্য হইতে পিটার নামীয় একব্যক্তি ফলাফলের কথা কিছুই না ভাবিয়া উন্মুক্ত তরবারি হস্তে রাজকীয় সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ প্রয়াসী হইয়াছিল। হজরত মসিহ্ (আঃ) তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ইহাতে লাভ কি?' ইহারই অন্য প্রতিক্রিয়াফলে পিটার পরে হজরত মসিহ্‌কে (আঃ) অভিশাপ করিয়া বলিয়াছিল, 'আমি তাহাকে জানি না।' প্রকৃত বিষয় এই যে, প্রথম প্রতিক্রিয়াফলে সে অসময়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তী প্রতিক্রিয়াফলে সে অকারণ তাহার গুরুকে অস্বীকার করিয়াছিল। স্বয়ং হজরত মসিহের (আঃ) অন্তরের অবস্থা দেখুন। তাঁহার নিকট একদা তাঁহার মাতা ও ভ্রাতা সাক্ষাতের জন্য আসিলে লোকে তাঁহাকে সংবাদ দিল যে তাঁহার মাতা ও ভ্রাতা গৃহের বাহিরে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তখন হজরত মসিহ্ (আঃ) বলিলেন 'কে আমার মাতা, কে আমার ভ্রাতা?' কিন্তু অন্য এক সময়ে ক্রোশ কাষ্ঠে যখন তাঁহাকে বিদ্ধ করা হইল এবং জনতার মধ্যে তিনি তাঁহার মাতাকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি

একজন 'হাওয়ারিকে' ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমি কি জান, ঐ দণ্ডায়মান স্ত্রীলোকটি কে? দেখ, তিনি তোমাদের মা।' তৎপর মাতাকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, 'হে সুভদ্রে! সে তোমার একটি সন্তান।' হজরত মসিহের (আঃ) একথাগুলির স্পষ্ট অর্থ এই ছিল যে, তিনি বাহ্যিক অবস্থা দৃষ্টে মনে করিতেছিলেন যে তখন তাঁহার অন্তিমকাল সমুপস্থিত এবং তখন তাঁহার মাতার সংরক্ষণ ও তাঁহার সান্ত্বনার ব্যবস্থা আবশ্যক। তাই তিনি একজন 'হাওয়ারিকে' আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'তুমি তাঁহাকে মা বলিয়া জ্ঞান করিবে' এবং মাতাকে বলিলেন, 'হে মাতঃ! আপনি তাহাকে আমার স্থানে সন্তানরূপে জ্ঞান করিবেন।' তখন, ইহুদিগণ কত হর্ষ-বিহ্বল এবং 'হাওয়ারিগণ' কত বিক্ষুব্ধ ছিল! কিন্তু পরে যাহা সংঘটিবার ছিল, সে সম্বন্ধে কেহই কিছু জানিত না। উনবিংশ শতাব্দী গত হইল, ইহুদিগণ আজিও শান্তিতে থাকিবার একটু স্থান খুঁজিয়া পাইতেছে না। সকল দেশই তাহাদের জন্য সঙ্কুলানহীণ হইয়া পড়িয়াছে। ইংলণ্ড ছিল তাহাদের জন্য সর্ব্বশেষ আশ্রয়স্থল, কিন্তু এখন ইংলণ্ডেও তাহাদের প্রতি আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। হজরত মসিহ্‌কে (আঃ) দুঃখ প্রদান করিয়া আজ উনবিংশ শতাব্দীকাল পরেও ইহুদিগণ বাসস্থানশূন্য, দুঃখ প্রাপ্ত। ইহাদের দুঃখের তুলনা নাই। পক্ষান্তরে ঐ মসিহ্‌ (আঃ), যাঁহার মস্তকে কণ্টক নির্ম্মিত টুপি পরান হইয়াছিল, তাঁহার এরূপ সম্মান হইয়াছে যে, খোদাতায়ালা 'আরশ' (স্বর্গ) হইতে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন, কোরাণ শরীফে তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত স্মরণ করা হইয়াছে, এবং খৃষ্টানগণ তাঁহার প্রেমে এতখানি বাড়িয়া গিয়াছে যে, তাহারা তাঁহাকে খোদা-তায়ালার একমাত্র পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে এবং মনে করে যে তিনি খোদাতায়ালার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন। যাহারা ক্রোশে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে হত্যার চেষ্টা করিয়াছিল দুনিয়ায় তাহাদের কোন স্থান নাই কিন্তু যাঁহাকে ক্রোশে স্থাপন করা হইয়াছিল, তাঁহাকে 'আরশে' স্থান দেওয়া হইয়াছে।

বস্তুতঃ তখনকার ইহুদী ও 'হাওয়ারিগণের' চিত্তের যে অবস্থা ছিল, তাহা আজ কেহই নিরূপণ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে ইহুদিগণ এবং হজরত মসিহের (আঃ) শিষ্যগণের চিত্তের বর্ত্তমান অবস্থাও পূর্ব্ববর্ত্তিগণ ধারণ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান ইহুদিগণের পিতা পিতামহগণ কখনও ভাবিতে পারে নাই যে তাহাদের ঐ দুষ্ক্রিয়ার ফলে সহস্র সহস্র বর্ষকাল পর্য্যন্ত তাহাদের সন্তানসন্ততির প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালার অভিশাপ বর্ষিতে থাকিবে; পক্ষান্তরে হজরত মসিহ্‌র (আঃ) 'হাওয়ারিগণও' ইহা ধারণা করিতে পারে নাই যে, তাহাদের ঐ কোরবাণীর (ত্যাগের) ফলে তাহাদের সন্তানসন্ততি ধর্ম্মোদ্রোহী এবং ধর্ম্মে উদাসীন হওয়া সত্ত্বেও খোদাতায়ালার 'ফজল্‌' (আশীষ) প্রাপ্ত হইতে থাকিবে।

সুতরাং আমাদের জমায়াতকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে আমরাও এক নবীর জমায়াত এবং আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছিল এখন আমাদের সঙ্গেও তদ্রূপ ব্যবহার করা হইতেছে। খোদাতায়ালা পূর্ব্ববর্ত্তিগণকে যেমন অন্ধকারে রাখার পর এক দিন তাহাদের সকল কুজ্ঝটিকা দূর করিয়াছিলেন, তেমনই প্রয়োজন আছে যে, আমাদিগকেও কিছুকাল অন্ধকারের আড়ালে রাখার পর আমাদের এই আঁধার অপসারিত করিবার আদেশ দেন।

বিপদাবলীর আগমন অবশ্যম্ভাবী। এগুলির একটুও 'পরওয়া' (ভ্রূক্ষেপ) করিতে নাই, তবে ভাবনার বিষয় এই যে উপস্থিত বিপদ ও পরীক্ষা যেন আমাদের ঈমান নষ্টের কারণ না হয়, কারণ যথায় পার্থিব পরীক্ষা ও বিপদ মানুষের পদোন্নতি আনয়ন করে, তথায় আত্মিক পরীক্ষা বা বিপদ পদোন্নতি অপহরণ করে। সুতরাং পার্থিব বিপদাবলী দেখিয়া 'মোমেনের' ভীত হওয়া উচিত নহে, বরং ঐ সমুদয় বিপদ সম্বন্ধে তাহার ভাবনা হওয়া উচিত, যাহা তাহার নিজের 'নফ্‌স্‌' (অন্তর) হইতে উদ্ভূত হয়; কিন্তু, খুব অল্প ব্যক্তিই অন্তরে সমুৎপন্ন বিপদাবলীর প্রতি লক্ষ্য করেন। অনেকেরই দৃষ্টি ঐ সমুদয় বাধা বিপত্তির প্রতি থাকে যাহা বাহির হইতে আসে। আধ্যাত্মিক ব্যক্তিগণ ঐ সমুদয় বিপদ আপদের প্রতিই লক্ষ্য রাখেন, যাহা নিজাত্মা হইতে সমুপস্থিত হয়। ইহাই বাস্তবিক বিপদ এবং ইহাই প্রকৃত আশঙ্কার কারণ; ইহাতেই আমাদের কোন ভ্রাতার 'আরশ্‌' (স্বর্গ) হইতে 'ফরশে' (মর্ত্তে) নিক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দুনিয়ার দিক হইতে যে সমস্ত বিপদ আসে, তাহা মানুষকে 'ফরস্‌' (মর্ত্ত) হইতে 'আরশে' উন্নীত করে। সুতরাং, তোমরা বাহ্যিক বিপদের প্রতি লক্ষ্য করিও না। আমি জমায়াতকে 'নসিহত' করিতেছি (উপদেশ দিতেছি) যে, আপনারা নিজ আত্মাকে পরীক্ষা করুন এবং নিজেদের ঈমানের প্রতি লক্ষ্য রাখুন।

রসুলে করীম (দঃ) বলেন, 'শয়তান মানুষের রক্ত কণিকার সঙ্গে চলে। শয়তান এরূপ পথ দিয়া আসে, যাহার সম্বন্ধে

মানুষ কিছুমাত্র অবগত থাকে না। যখন মানুষ অবগত হয়, তখন শয়তান তাহার উপর সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করিয়া ফেলে।' পার্থিব ও আধ্যাত্মিক রোগ সমূহের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পার্থিব রোগ লোকে নিজে অনুভব করিতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক রোগী মনে করে যে, সে ভালই আছে এবং যে তাহাকে রোগী বলে, তাহাকে সে ভ্রমে নিপতিত মনে করে।

সুতরাং আমাদের জমায়াতকে নিজের 'নফ্‌সের এস্‌লাহের' (আত্ম সংশোধনের) প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যে অহঙ্কার করে এবং নিজকে নিরাপদ মনে করে, সে জানিয়া রাখুক যে, সে মৃত্যুর দিকে যাইতেছে। মোমেনের হৃদয় কখনও খোদাতায়ালার ভয়শূন্য হয় না। রসুল করিম (দঃ) সম্বন্ধে হাদিস সমূহে বর্ণিত আছে যে, রাত্রিকালে তিনি জাগ্রত হইলে এমন সকরুণভাবে দোয়া করিতেন যে, (সাহাবগণ বলেন), তাহাতে অনেক সময় তাঁহাদের অন্তরে দয়ার উদ্রেক হইত। হজরত আয়েশা (রাঃ) একদা রসুল করিমকে (দঃ) বলেন, "খোদাতায়ালা আপনার সব ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন, আপনার 'নাজাত' (মুক্তি) 'আমলের' (পুণ্য কার্য্যের) ফলে হইবে।" রসুলাল্লাহ্‌ (দঃ) বলিলেন, "আয়েশা, আমার 'নাজাত'ও আল্লাহ্‌তায়ালার 'ফজলের' (অনুকম্পার) উপরই নির্ভর করে।"

সুতরাং স্বয়ং রসুল করিমের (দঃ) যখন এইরূপ মনে করিতেন, তখন অন্য কে আর বলিতে পারে যে, সে খোদাতায়ালার 'এব্‌তেলা' বা পরীক্ষা হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে।

কোন কোন 'সাহাবা' বলেন যে, তাঁহারা যখন রসুল করিমকে (দঃ) দোয়া করিতে দেখিতেন, তখন মনে হইত যেন কোন অগ্নিসিদ্ধ পাত্রে তীব্র বলক উঠিয়াছে। সুতরাং, নিজেদের আত্মসংস্কারের প্রতি মনোযোগী হও এবং 'তাক্‌ওয়া' (ধর্ম্মভীতি) অবলম্বন কর, ও 'তাহারাত' (পবিত্রতা) সাধন কর। মনে করিও না যে তোমরা 'নেক্‌' (পুণ্য) কাজ করিতেছ। কারণ অতীব 'নেক্‌' কাজেও 'বেঈমানী' (ধর্ম্মচ্যুতি) ঘটিতে পারে। হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) বলিতেন, "আজকাল লোক 'হজ' করিয়া আসিয়া পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক গর্ব্বিত ও পাপিষ্ঠ হয়। ইহার কারণ এই যে, লোক 'হজে'র অর্থ বুঝে না এবং আধ্যাত্মিক উপকার লাভের পরিবর্ত্তে শুধু 'হাজি' হওয়ার গর্ব্বে স্ফীত হয়।" এই প্রসঙ্গে হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) একটি হাস্য উদ্দীপক গল্প বলিতেন। শীতকালে এক বৃদ্ধা একাকী কোন ষ্টেশনের কোনে রাত্রি কাটাইতেছিল। কোন ব্যক্তি তাহার চাদরখানি অপহরণ করিল। শীতের প্রকোপে সে চাদরখানি অনুসন্ধান করিয়া পাইল না। তখন সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ভাই হাজি, আমার মাত্র একখানি চাদর। আমার নিজের ইহার প্রয়োজন আছে। ইহা আমাকে ফিরাইয়া দাও।" ইহা শ্রবণে অপহরণকারী লজ্জিত হইয়া চাদরখানি বৃদ্ধার পাশে রাখিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কিরূপে বুঝিতে পারিল যে, চাদরখানি কোন হাজি অপহরণ করিয়াছে?" বৃদ্ধা বলিল, "এযুগে এরূপ নৃশংসতা কেবল মাত্র হাজিগণ দ্বারাই সাধিত হইতে পারে।"

সুতরাং এরূপ মনে করিবে না যে, তোমরা 'নেক্‌' কাজে ব্যপৃত আছ বা এরূপ মনে করিও না যে, তোমরা 'নেক্‌ এরাদা' (সদিচ্ছা) পোষণ কর। মানুষ যতই 'নেক্‌' কাজ করুক না কেন, তন্মধ্যে পাপ সমুৎপন্ন হইতে পারে। মানুষ যতই 'নেক্‌ এরাদা' (সদিচ্ছা) পোষণ করুক না কেন, উহা তাহার ঈমান নষ্ট করিতে পারে। কারণ, ঈমান আমাদের 'আমলের' ফল নহে, বরং আল্লাহ্‌তায়ালার 'ফজল' বা অনুগ্রহ। সুতরাং তোমরা সর্ব্বদা আল্লাহ্‌তায়ালার 'রহমের' (অনুগ্রহের) প্রতি দৃষ্টি রাখিবে; সতত তাঁহার দ্বারে প্রার্থনা করিবে। যে ভিক্ষুক মনে করে যে আল্লাহ্‌তায়ালার দ্বার হইতে মস্তকোত্তলন করার পর তাহার জন্য আর কোন দ্বারোদ্ঘাটিত হইতে পারে না, সে আল্লাহ্‌তায়ালার 'ফজল্‌' (অনুগ্রহ) আকর্ষণ করিয়া লয়। সুতরাং তোমাদের লক্ষ্য নিয়তই আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি থাকিবে। যে পর্য্যন্ত তোমরা তোমাদের দৃষ্টি আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি নিবদ্ধ রাখিবে, তোমরা নিরাপদ থাকিবে। কারণ, যে খোদাতায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহার অনিষ্ট কেহও করিতে পারে না; কিন্তু যখনই মানুষ তাঁহার দ্বার হইতে প্রস্থান করে, তখন যতই উত্তম সঙ্কল্প ও সদিচ্ছা পোষণ করুক না কেন এবং যতই সৎকাজ করুক না কেন, খোদাতায়ালার সান্নিধ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া সে শয়তানের করকবলে নিপতিত হয়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হইতে

অভিনন্দন

জোনাব সুফী মুতিয়ার রাহ্‌মান সাহেব, এম, এ,র

খেদমতে

হে আল্লাহ্‌র প্রেমিক ও ইস্‌লামের কর্ম্মবীর !

আস্‌সালামো আলায়কুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্‌ ওয়া বরকাতুহু।

আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্‌ সুম্মা আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্‌ ! আজ সুদীর্ঘ ২০ বৎসর পর তোমাকে পুনঃরায় আলিঙ্গন করতে পারিয়া আমাদের যে কত আনন্দ তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি ভাষায় নাই। কোন ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কোন ভাইকে বিজয়ী হইয়া প্রত্যাগত হইতে দেখিলে মনে যে ভাবের উদয় হয় আজ আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ।

হে তরুণ বীর !

কৈশোরে তোমাকে দেখিয়াছি। তুমি যে ধর্ম্মের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া পার্থিব সকল বিপদ আপদ উপেক্ষা করিয়া সত্যকে গ্রহণ করিয়াছিলে তাহারই ফলে আজ তোমার সমস্ত পরিবার সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত, তোমাকে এক নূতন মহাদেশে সত্য প্রচারের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা মনোনীত করিয়াছেন, এবং তুমি স্বয়ং হজরত আমীরুল্‌ মোমেনীন্‌ খলিফাতুল্‌ মসিহ্‌, (আইয়াদাহুল্লাহোতায়ালা বেনাস্‌রেহিল্‌ আজীজ), কর্ত্তৃক মহান্‌ সুফী আখ্যায় বিভূষিত হইয়াছ। তোমার কর্ম্মক্ষেত্রে যে সকল বিপদ এবং বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল তাহা কল্পনা করিলে উপলব্ধি করিতে পারি যে, খোদাতায়ালার কি অসীম এবং প্রত্যক্ষ সাহায্য তোমার সহায় হইয়াছে !

আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্‌ ! আজ ২০ বৎসর পরে তোমাকে নিজ দেশে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে ফিরাইয়া আনিয়া আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের উপর এক নূতন করুণা বর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমাদের প্রার্থনা এই যে, তোমার আদর্শ দেখিয়া আমাদের যুবক দল "দীনের" সেবার জন্য অনুপ্রাণিত হউক, এবং তাঁহার প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে নিজেদের সকল ধন, মান, ও প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হউক ! —আমীন্‌!

তুমি অতি শীঘ্রই আমাদিগকে ছাড়িয়া নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া যাইতেছ। যাবার পথে এবং কর্ম্মক্ষেত্রে পৌছিয়া তোমার এই দুর্ভাগা জন্মভূমির জন্য দোয়া করিতে ভুলিও না যেন এখানকার অজ্ঞতা ও অন্ধকার বিদূরীত হইয়া প্রকৃত ধর্ম্মের আলো আমাদের দেশবাসীর হৃদয় আলোকিত করে, এবং অশ্লীলতা, পাপ ও বিদ্রোহের স্থানে যেন ন্যায়, দয়া ও প্রেম প্রতিষ্ঠিত হয়।

তুমি এমন দেশে কাজ করিতেছ যেখানে 'সাদা কালতে' মারাত্মক বিদ্বেষ ও কলহ বিরাজ করিতেছে। আমাদের অভাগা মাতৃভূমির সুন্দর মুখও জাতিগত এবং সাম্প্রদায়িক কলহ বিদ্বেষে কলুষিত। তুমি কর্ম্মক্ষেত্রে কার্য্যে ব্যাপৃত কালেও এ হতভাগা দেশের কথা স্মরণ রাখিবে এবং 'দোয়া' করিবে, যেন অচিরেই আল্লাহ্‌তায়ালা এই জাতিবিদ্বেষ কালিমা আমাদের দেশ হইতে বিদূরিত করিয়া সমস্ত বাঙ্গালীকে ভাই ভাই করিয়া জগতে বাঙ্গালীর মুখোজ্জল করেন। —আমীন !

হে নবীন কর্ম্মী !

তোমার কোরবাণীতে আমাদের দেশ ধন্য হইয়াছে। খোদা করুণ, তোমার সকল প্রচেষ্টায় তুমি সফলকাম হও, তোমার দৃষ্টান্ত অনুসরণে তোমার মত আরও বাঙ্গালী সন্তান জগতের বিভিন্ন দেশে সত্য প্রচারের হেতু হউক এবং পুনরায় মোস্‌লেম নাম জগতে বরণ্য করুক। —আমীন !

আমাদের শেষ দোয়া—

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি বিশ্বের পালক ; তাঁহার আশীষ সকল নবী, অবতার এবং ধর্ম্মের সেবকদের প্রতি বর্ষিত হউক।

—আমীন !

দোয়াগো—
আবুল হাসেম খাঁ চৌধুরী,
আমীর,
বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমানে আহ্‌মদীয়া।

জোনাব সুফী মুতিয়ার রাহ্‌মান এম, এ,র পক্ষ হইতে

অভিনন্দনের উত্তর

পরম শ্রদ্ধাভাজন হজরত আমীর সাহেব এবং সম্ভ্রান্ত ভ্রাতৃবৃন্দ !

'অওয়া আলাইকুম্ ছালাম অওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্ অওয়া বারাকাতুহু' ।

সুদীর্ঘ বিশ বৎসরকাল পর আজ পবিত্র স্বদেশ বঙ্গভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তনে আপনারা যে অকুল এবং নির্ম্মল ভালবাসার সহিত সবখানি প্রাণ দিয়া এই নরাধমকে আলিঙ্গন করিয়াছেন এবং স্নেহের মধুরাক্ষরা ভাষায় অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আপনাদের নিকট আমি কত যে ঋণী হইলাম এবং মনে যে কত অনুপম আনন্দ অনুভব করিলাম তাহা বর্ণনা করা আমার জন্য অসম্ভব। আমি পরম কারুণিক খোদাতালার নিকট কায়মনোবাক্যে দোওয়া করিতেছি যে, তিনি আপনাদের এই অনুগ্রহ, উদারতা এবং স্নেহের প্রতিফলে আপনাদের উপর অজস্র করুণা বর্ষণ করুণ এবং তিনি আপনাদের প্রতি সন্তুষ্ট হউন ! —আমীন !

আমি এই উপলক্ষে কতগুলি কথা বলিতে চাই। আশা ও প্রার্থনা করি যে আপনারা তাহা একটু মন দিয়া শুনিবেন।

প্রথমতঃ, অভিনন্দন পত্রে আপনারা আমার বাধাবিঘ্নের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে, আমি ধর্ম্ম সেবায় বাধা বিঘ্নের সহিত সংগ্রামে আনন্দ লাভ করিয়াছি। যে দিন হইতে আমি এই মহাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছি সেইদিন হইতে পরম সুখের সহিত এই পথে অগ্রসর হইতেছি। একজন নব বিবাহিত যুবক তাহার প্রেমময়ী নূতন ভার্য্যাকে দর্শন করিয়া যে সুখ ও আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে, আমি ধর্ম্ম এবং বিশ্বমানবজাতির সেবায় সেই সুখ ভোগ করিয়া থাকি।

দ্বিতীয়তঃ, আপনারা আমার কৃতকার্য্যতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, এই কৃতকার্য্যতা আমার কৃতকার্য্যতা নয় ; ইহা বর্ত্তমান জগতের অদ্বিতীয় মহাপুরুষ, আহ্‌মদী সম্প্রদায়ের নেতা হজরত খলিফাতুল্ মসিহর (আইঃ) কৃতকার্য্যতা। কেবল তাহাই নয়, ইহা আপনাদের সকলের কৃতকার্য্যতা। কার্য্যক্ষেত্রে আপনারা আমার সঙ্গে সশরীরে উপস্থিত না থাকিলেও আধ্যাত্মিক ভাবে সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন। আপনারা যেন সম্মুখ হইতে ইঙ্গিত করিয়া এবং পিছন হইতে হাঁকাইয়া আমাকে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ কালের প্রত্যেক মূহুর্ত্তে মূহুর্ত্তে আপনাদের সেই 'দোওয়া' যাহা আপনাদের অন্তঃকরণের অন্তঃস্থল হইতে এই দাসের জন্য বাহির হইয়াছে এবং আপনারা যে অসীম পিতৃ এবং ভ্রাতৃ স্নেহের সহিত আমার মঙ্গল কামনা করিয়াছেন তাহা সর্ব্বদাই আমাকে সম্মুখ সমরে অগ্রসর করিয়াছে। আল্লাহ্ তায়ালা আপনাদিগকে তাহার ভাল ফল দান করুন।

এতদ্ব্যতীত এই কৃতকার্য্যতার অন্যতম কারণ এই যে বর্ত্তমান জগতে এক বিরাট পরিবর্ত্তন হইতেছে। পাপের জয় এবং পূণ্যের পরাজয়—ভ্রাতৃত্ব, ভালবাসা এবং বিশ্বপ্রেমের স্থানে হিংসা, দ্বেষ, ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। এই নিদারুণ দিনে করুণাময় বিশ্বনিয়ন্তার কল্যাণ ও অনুগ্রহে, এই যুগের কল্কি অবতার হজরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, জগতে বিশ্বপ্রেম স্থাপিত হউক এবং সমগ্র মানব জাতি ভালবাসার এক সূত্রে গ্রথিত হউক, পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সত্য ও শান্তির হাওয়া প্রবাহিত হউক। ইহাই খোদাতায়ালার ইচ্ছা। ঐ শুনুন্, কাণ পাতিয়া শুনুণ্, স্বর্গীয় দূত সানন্দে ঘণ্টা বাজাইয়া শান্তি ও প্রেমের স্বর্গ রাজ্য সংস্থাপনের ঘোষণা করিতেছে। দুঃখ কষ্ট এবং পাপের দিন চলিয়া গিয়াছে। তাই, যে জন আজ নির্ম্মল চিত্তে, অকপট ভাবে, পার্থিব সুখ লালসা পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে ধর্ম্মসেবায়—অন্য কথায় বিশ্ব মানবজাতির সেবায়, জীবন উৎসর্গ করিবে, খোদাতায়ালা লক্ষিত এবং অলক্ষিত ভাবে তাহার সাহায্য করিবেন। উদাহরণ স্বরূপ এই বলা যাইতে পারে যে, স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে সাঁতার দিলে যেমন অতি অল্প সময়ে অনেক দূর অতিক্রম করা যায়, সেইরূপ সর্ব্বস্রষ্টার ইচ্ছার অনুকূলে কাজ করিলেও কৃতকার্য্যতার পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারা যায়।

সুতরাং আমার কিংবা আপনাদের কাজ, সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষ হজরত ইমাম মাহ্‌দী বা কল্কী অবতারের কাজ। ধন্য সেই মহাপুরুষ, ধন্য তাঁহার ঈশ্বর প্রেম ও মানব সেবা। যতদিন

গগণমার্গে চন্দ্র সূর্য্য উদিত হইবে, ততদিন তাঁহার এই পুণ্যকীর্ত্তি জগত হইতে বিলুপ্ত হইবে না।

তৃতীয়তঃ, আপনারা আমাকে সুদূর বিদেশে থাকিবার কালে স্নেহময়ী বঙ্গভূমিকে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন, حب الوطن من الايمن 'ভালবাসা ঈমানের অংশ।' 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরিয়সী।'

এই সুদীর্ঘ প্রবাস কালের মধ্যে আমার উপর এমন এক মূহুর্ত্তও আসে নাই যখন আমি সুধাময়ী বঙ্গভূমি এবং তাঁহার সুযোগ্য শ্রদ্ধাস্পদ সন্তানগণকে ভুলিতে পারিয়াছি। আপনারা গতকালে যেমন ভাবে সদাসর্ব্বদা আমার হৃদয়ের উচ্চস্থানে বিরাজিত রহিয়াছেন, আমি পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকিনা কেন, ভবিষ্যতেও আমার জীবনের শেষ মূহুর্ত্ত পর্য্যন্ত আপনারা সেইরূপ ভাবে আমার হৃদয় সিংহাসনে আসীন থাকিবেন। প্রেমময়ী বঙ্গভূমি এবং তাহার পরম উদ্যোগী সন্তানগণের এই গভীর ও পবিত্র দয়া, করুণা ও স্নেহ মমতা আজীবন ভুলিব না।

কেবল তাই নয়, আমি আরো একপদ অগ্রসর হইতে চাই। বঙ্গদেশের ভালবাসা এবং সেবাই আমাকে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া চিরতরে প্রবাসী হইতে বাধ্য করিয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ এবং আপনাদের দোয়ার ফলে আমাদ্বারা যদি বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিতে বিন্দুমাত্রও কৃতকার্য্যতা লাভ হয় তাহা আমার কৃতকার্য্যতা নয়, ইহা বঙ্গ এবং বঙ্গবাসীদের কৃতকার্য্যতা; কারণ আমি বঙ্গদেশেরই এক নগণ্য সন্তান ও দাস।

চতুর্থতঃ, আপনাদের একটী কথায় প্রাণে বড় ব্যাথা পাইলাম, এবং এই কথায় আপনাদের সঙ্গে আমি একমত হইতে পারিলাম না। তাহা এই যে, বঙ্গদেশের নাম উল্লেখ করিতে আপনারা তাহাকে 'হতভাগা' বলিয়াছেন। আপনাদের মত দেশ-উজ্জ্বল এবং গৌরবান্বিত সন্তানগণ বাঁচিয়া থাকিতে আমি এই 'ধন ধান্য পুষ্পে ভরা বসুন্ধরা' বঙ্গভূমিকে 'সকল দেশের সেরা' বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি এবং সদা সর্ব্বদাই এই সুমধুর গান গাহিয়া তপ্ত প্রাণ শীতল করিয়া থাকি।

বর্ত্তমান যুগের উদ্ধার-কর্ত্তা হজরত আহ্‌মদ (আঃ) বঙ্গদেশ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, "বঙ্গবাসীর চিত্ত বিনোদন করা হইবে।" এই ভবিষ্যদ্বানীতে করুণাময় খোদাতায়ালার বিশেষ করুণাদৃষ্টি বঙ্গদেশের প্রতি পরিলক্ষিত হয়। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস যে সমগ্র পৃথিবীময় বিশ্বপ্রেম এবং শান্তিরাজ্য সংস্থাপনে বঙ্গ সন্তানের অদৃষ্টে পরম গৌরবজনক কর্ম্মলীলা লিখিত আছে। তাই চলুন, আজ আমরা 'হতভাগা' শব্দ এবং এই সম্বন্ধীয় যাবতীয় ধারণা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত বীরের মত এই মহা সমরক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকি। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করিবেন, আমাদের চিত্তবিনোদন করিবেন, আমাদের কণ্ঠ বিজয় মাল্যে বেষ্টিত করিবেন, নূতন ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে আমাদের নাম অক্ষরিত করিবেন এবং পরকালেও স্বর্গীয় দূত এই বঙ্গবাসীকে ভক্তি ও ভালবাসার সহিত আলিঙ্গন করিয়া অভিনন্দিত করিবেন।

সর্ব্বশেষে একটী কথা অতি বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি। আপনারা জানেন, খোদাতায়ালার ইচ্ছা হইলে অতি শীঘ্র আমাকে পুনরায় আমেরিকায় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রত্যাগমন করিতে হইবে। এই পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতি ভরসা করা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই জানিনা আবার কখন দেশে ফিরিয়া আসিব, ফিরিয়া আসিতে পারিব কিনা এবং ফিরিয়া আসিলে আপনাদের সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে কিনা। হাঁ, আধ্যাত্মিক জীবনের অন্ত নাই। আধ্যাত্মিক ভাবে আমরা সদা একে অন্যের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে পারি এবং সাহায্য করিতে পারি। আপনারা সদা সর্ব্বদা আন্তরিকতার সহিত দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে জীবনের শেষ মূহুর্ত্ত পর্য্যন্ত পবিত্র চিত্তে তাঁহার সৎ এবং সরল পথ অবলম্বন করিয়া তাঁহারই ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁহার 'দীনের' সেবা করিতে শক্তি দেন, এবং এই দীনের সেবায় প্রকৃত এবং পূর্ণ কৃতকার্য্যতা এবং তাঁহার সন্তোষ দান করেন। তাঁহার 'দীনের' সেবায় যেন আমার জীবন যাপন হয় এবং 'দীনের' সেবায়ই আমার মৃত্যু হয়। তিনিই যেন সদা আমাকে সমস্ত বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া পতন হইতে বাচাইয়া এই পৃথিবীতে তাঁহার ইচ্ছা ও বাসনা পূর্ণ করিতে শক্তি দেন এবং পরলোক গমন করিবার সময় স্বয়ং আগোয়ান হইয়া সন্তোষ ও হাস্যপূর্ণ মুখে স্বীয় ক্রোড়ে গ্রহণ করেন। —আমীন।

জগৎ আমাদের

বিদেশীয় সংবাদ

(ক) 'তাহ্‌রিকে জদীদের' তত্ত্বাবধানে এ পর্য্যন্ত খোদা-তায়ালার 'ফজলে' (কৃপায়) ১৪ জন 'মোজাহেদ' (ধর্ম্মযুদ্ধা) ইস্‌লাম প্রচার কল্পে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে ১২ জন নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিয়া খোদাতায়ালার কৃপায়ও মহিমায় রীতিমত তবলিগ বা প্রচার কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। চৌধুরী হাজি আহ্‌মদ খাঁ আয়াজ, বি, এ, এল্‌, এল, বি, ইউরোপস্থিত হাঙ্গারীতে প্রচার কার্য্যে লিপ্ত আছেন। উড়োজাহাজে আগত ডাকে জানা গিয়াছে যে হাঙ্গারীর ৪ জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক পবিত্র আহ্‌মদী 'সেলসেলা' (সমাজ) ভুক্ত হইয়াছেন। অনতি বিলম্বে খোদাতায়ালার 'ফজলে' সেখানে আরও কতিপয় ভদ্রলোক তাহার সাহায্যে আহ্‌মদীয়াত বা প্রকৃত ইস্‌লামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শান্তিলাভ করিবেন, ইন্‌শাল্লাহ্‌।

(খ) লণ্ডন সহরে ওয়াণ্ড ওয়ার্থ নামক মহাল্লার (Church Hall) গির্জা ঘরের বাহিরে একটি বোর্ডে মস্‌জিদের চিত্র আঁকিয়া তাহার উপর 'ক্রোশের' ছবি দেওয়া হয়। ইহাতে মসজিদের অবমাননা করাই কর্ম্মকর্ত্তাদের উদ্দেশ্য ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই সংবাদ লণ্ডনস্থিত "দারোৎ-তব্‌লীগ্‌" বা আহ্‌মাদীয়া সম্প্রদায়ের প্রচারকেন্দ্রে পৌঁছিলে স্থানীয় আহ্‌মদী ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং তাহারা প্রচলিত আইন অনুযায়ী তাহার প্রতিবিধান করিতে তৎক্ষণাৎ তৎপর হয়। আহ্‌মদী মিশনারী মৌলবী এ, আর, দারদ্‌, এম, এ, টেলিফোন যোগে কর্ত্তৃপক্ষের কোন এক বিশিষ্ট কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া পাঠান। তিনি আসিলে তাহাকে উক্ত বিষয়টির গুরুত্ব বুঝাইয়া দিলে তিনি তখনই উক্ত গির্জার কর্ম্মচারীদের দ্বারা ঐ বোর্ডে অঙ্কিত মস্‌জিদের অবমাননা মূলক ছবি জলদ্বারা ধৌত করাইয়া মিটাইয়া দেন। ইহাতে একদিকে যেমন ইসলামের সম্মান ও গৌরব রক্ষার্থ আহ্‌মদী যুবক ও কর্ম্মকর্ত্তাগণের আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় অন্যদিগে লণ্ডনের মত স্থানে ইংরেজদের ভিতরেও যে এতদূর সঙ্কীর্ণতা ও ইস্‌লামের বিরুদ্ধে শত্রুতার ভাব বিদ্যমান আছে তাহাও পরিষ্কার পরিলক্ষিত হয়।

দেশীয় সংবাদ

(ক) বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহ্‌মদীয়া আঞ্জোমনের জেনারেল সেক্রেটারী মৌলবী মোজফর উদ্দিন চৌধুরী, বি, এ, বিভিন্ন জিলা ও ব্রাঞ্চ আঞ্জোমন পরিদর্শন উপলক্ষে গত মে মাসে ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ জেলা টোর করিয়াছেন, কিন্তু হেড্‌ অফিসে উপর্য্যুপরি বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হওয়ায় চলিত জুন মাসে তিনি পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী টোরে যাইতে পারেন নাই।

সদর আঞ্জোমনের অন্যতম মোবাল্লেগ্‌ মৌলবী জিল্লুর রহমান সাহেব গত মে মাসে বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও বীরভূম জিলায় ভ্রমণ করতঃ আহমদীয়াত বা প্রকৃত ইস্‌লাম প্রচার করিয়া ১২ই জুন তারিখে হেড্‌ অফিসে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর হেড্‌ অফিসের কার্য্যের জন্য এমাসে তিনিও টোরে যাইতে পারেন নাই।

গত মে মাসে বঙ্গীয় আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার মোবাল্লেগ মৌলবী আজিজউদ্দিন আহ্‌মদ সাহেব প্রাদেশিক আঞ্জোমনের জেনারেল সেক্রেটারীর সঙ্গে ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার অন্তর্গত ব্রাঞ্চ আঞ্জোমন সমূহের গঠন কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন এবং এখনও তিনি ঐ সমস্ত আঞ্জোমনের কার্য্যাদি চালনার জন্য নিয়োজিভ আছেন।

(খ) আমাদের অন্যতম সাইকেল টোরিষ্ট—মৌলবী মোহাম্মদ হানিফ কোরেশী সাহেব কাশ্মিরা উত্তর-বঙ্গ আহ্‌মদীয়া কন্‌ফারেন্সে যোগদান করার পর সাইকেলযোগে অন্যান্য আহ্‌মদী যুবক সহ উত্তর-বঙ্গে বিভিন্নস্থানে প্রথম টোর করেন এবং আহ্‌মদী মত প্রচার করেন। তিনি গত মে মাসের ২৪শা তারিখ ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়া (ত্রিপুরা) ফিরিয়া আসেন। তাঁহার সঙ্গে আজীজ আহ্‌মদ (যশোহর), আন্‌সরদ্দিন (রঙ্গপুর), এবং আবদুস্‌ সামী (গাইবান্ধা) সাইকেল যোগে ভ্রমণ করিয়াছেন এবং তবলিগ্‌ করিয়াছেন। তাহারা সকলেই অবৈতনিকভাবে এবং নিজ খরচে তবলিগের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করুন এবং তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক উন্নতি দান করুন, আমীন!

বর্ষাকাল উপস্থিত হওয়ায় বর্ত্তমানে সাইকেল যোগে তবলিগ কার্য্য কিছুকালের জন্য স্থগিত থাকিবে

(গ) বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার হেড্‌ অফিস ১৫ই জুন তারিখ হইতে ঢাকা, ১৫নং বক্সীবাজার রোডে একখানি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত বাড়ীতে দুইখানি দালান আছে; তন্মধ্যে সাতখানা কামড়া আছে। তাহাতে আহ্‌মদী পত্রিকার অফিস্‌, নমাজ পড়িবার কাম্‌ড়া, লাইব্রেরী ও রিডিং রোম, বাসস্থানের কাম্‌ড়া পৃথক পৃথক ভাবে আছে। বর্ত্তমানে তথায় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী, সদর আঞ্জোমনের মোবাল্লেগ, আহ্‌মদী পত্রিকার সম্পাদক এবং দুইজন কলেজের ছাত্র অবস্থান করিতেছেন। রিডিং রোমের প্রয়োজনীয় জিনিষ ও পুস্তকাদি খরিদ করা হইতেছে। এখানে প্রত্যহ প্রাতে কোরাণ শরীফের 'দরস্‌' হয় এবং নব্য আগুন্তকদিগকে আহ্‌মদীয়াত বিষয় বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করা হয়। এতদ্ব্যতীত হাদিস, মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) কর্ত্তৃক লিখিত পুস্তকাদি পাঠ ও উর্দ্দু শিক্ষার বন্দোবস্ত হইতেছে। আল্লাহ তায়ালা সফলকাম করুন, আমীন; অত্র জুন মাসে মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব, মোবাল্লেগ, স্থানীয় 'দারোৎ-তব্‌লীগে' দরস্‌ দিতেছেন।

তবলীগ সমাচার

ঢাকা।

(ক) বাঙ্গালার গৌরব আমেরিকার সুযোগ্য আহ্‌মদী প্রচারক সুফী মুতিউর রহ্‌মান, এম, এ, গত ১৪ই জুন ঢাকায় পৌছেন। তাঁহার অভ্যর্থনা উপলক্ষে ১৭ই জুন প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হইতে একখানি অভিনন্দন দেওয়া হয়, (যাহা অন্যত্র প্রকাশিত হইল), এবং চা-পানের বন্দোবস্ত করা হয়। এতদোপলক্ষে স্থানীয় জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ রায় সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র বাহাদুর ও কতিপয় নিমন্ত্রিত হিন্দু মোসলমান ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

(খ) মাননীয় সুফী সাহেবের আগমন উপলক্ষে ঢাকায় কয়েকটি বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা হয়। তন্মধ্যে ১৮ই জুন তারিখে আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধানে আহ্‌মদীয়া "দারোৎ-তব্‌লীগ্‌" হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ পি, কে, গুহের সভানেতৃত্বে তিনি এক বক্তৃতা প্রদান করেন এবং তাঁহার আমেরীকার প্রচার জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া উপস্থিত বিশিষ্ট ভদ্রজনমণ্ডলীকে আপ্যায়িত করেন।

(গ) অতঃপর ২০শে জুন তারিখে মাননীয় সুফী সাহেব ব্রাহ্ম সমাজের কর্ত্তৃত্বাধীনে ঢাকা ইষ্ট বেঙ্গল এসোসিয়েসন হলে রায় সুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের সভাপতিত্বে আমেরিকাবাসীর আধ্যাত্মিক জীবনসম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। সহরের বহু উচ্চ শিক্ষিত ও গন্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই আগ্রহের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ করেন এবং পরিশেষে বক্তৃতা বিষয়ের প্রশংসা করিয়া তদনুরূপ ধর্ম্মপিপাসা নিবৃত্তিকর আরও কতিপয় বক্তৃতা প্রদান করিতে কেহ কেহ তাঁহাকে অনুরোধ করেন।

(ঘ) পূর্ব্ব বর্ণিত সভাগুলির কৃতকার্য্যতায় স্থানীয় শিক্ষিত জনমণ্ডলীর মধ্যে প্রেরণার সৃষ্টি হয় এবং তাহার ফলে ২১শে জুন ঢাকা উকিল লাইব্রেরীতে নিখিল বঙ্গ নমসুদ্র এসোসিয়সনের তত্ত্বাবধানে ডাঃ মোহিনীমোহন দাস মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক সভার আয়োজন করা হয়। তাহাতে মাননীয় সুফী সাহেব 'আমেরিকা ও ভারতের জাতি ও বর্ণভেদ সমস্যা এবং তাহার সমাধান' বিষয়ে এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাতে তিনি বলেন যে এযুগে একমাত্র আহ্‌মদীয়তই এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান করিতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, যে যে স্থানে ইহার বিস্তার লাভ করিতেছে সেখানেই উক্ত সমস্যার সমাধান হইতেছে। শ্রোতৃবর্গ তাঁহার এই বক্তৃতায় বড়ই মুগ্ধ হন এবং আহমদীয়া মতবাদের বার্ত্তা শ্রবণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

বগুড়া।

সুফী মুতিয়ার রহমান এম, এ, ২২শে জুন বগুড়ায় পৌছিলে স্থানীয় মোসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ বড়ই উৎসাহান্বিত হন এবং তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তদনুসারে এডওয়ার্ড থিয়েটার হলে বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা হয়। স্থানীয় সিভিল সার্জ্জন ডাঃ এফ, আর, খাঁ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উপস্থিত জনমণ্ডলী তাঁহার আমেরীকার জীবন-কাহিণী শুনিয়া বড়ই আহ্লাদিত হন এবং তাঁহাকে আরও একটি বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করেন, ফলে স্থানীয় 'টকি হাউসে' 'খোদাতায়ালাকে লাভ করিবার উপায়' সম্বন্ধে তিনি উপদেশ ও উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। হাজি মৌলবী হেদায়েত আলী সাহেব ডিপুটী মেজিষ্ট্রেট সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দু মোসলমান উভয় শ্রেণীর বহু শিক্ষিত লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। তথা হইতে তিনি আহমদী ভ্রাতাগণের অনুরোধে নাটোর গমন করেন এবং তৎপর নাটোর হইতে রঙ্গপুরে যান।

রঙ্গপুর

সুফী মুতিয়ার রহ্‌মান, এম, এ, রঙ্গপুর পৌছিলে স্থানীয় আহ্‌মদী সম্প্রদায় তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং একটি সভার আয়োজন করেন। জনসাধারণকে নিমন্ত্রণ করা হয়। বহু শিক্ষিত লোক উপস্থিত হন। মাননীয় সুফী সাহেব একটি হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতায় সকলকে আপ্যায়িত করেন। তৎপর তিনি পুনঃ বগুড়া গমন করেন এবং তথা হইতে ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

আগামীতে

পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে অফিস সংক্রান্ত কার্য্যে লিপ্ত থাকায় প্রাদেশিক আঞ্জোমনের জেনারেল সেক্রেটারী মৌঃ মোজফর উদ্দিন চৌধুরী, বি, এ, আগামী জুলাই মাস টোরে যাইবেন না।

মৌলবী জিল্লুর রহমান্ সাহেব মোবাল্লেগ জুলাই মাসে শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, চব্বিশপরগণা, হাওড়া, এবং মেদিনীপুর জেলার নানাস্থানে আহ্‌মদীয়ত প্রচার কল্পে ভ্রমণ করিবেন, ইন্‌শাল্লাহ্।

মৌলবী আজিজদ্দিন আহ্‌মদ সাহেব জুলাই মাসে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অঞ্চলের বিবিধ ব্রাঞ্চ আঞ্জোমনের পরিচালন কার্য্যে লিপ্ত থাকিবেন।

দুঃখের বিষয়—এই যে আহ্‌মদী পত্রিকার গ্রাহকগণের মধ্যে অনেকেই এখন পর্য্যন্ত ইহার বার্ষিক চাঁদা পাঠান নাই। আশাকরি এই সংখ্যা প্রাপ্তি মাত্রই তাহাদের বার্ষিক চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন। অন্যথায় জুলাই মাসের সংখ্যা ভিঃ পিঃ করা হইবে এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে দিবেন না।

UNIQUE OPPORTUNITY FOR READERS OF RELIGIOUS PERIODICALS.

আহ্‌মদী—বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা

The Sunrise—A High Class Weekly, published from Lahore, devoted to religious, political, and social interests of the country. Annual Subscription Rs. 4/-, For students Rs. 3/-

The Review of Religions—A High Class Monthly Magazine devoted to the study and criticism of all religions of the world and the true exposition of Islam. Annual Subscription Rs. 4/-

A limitted number of the above periodicals are offered by the Bengal Provincial Ahmadiyya Association at the concession rate of Re. 1/- each per annum.

Apply immediately to the General Secretary, at 15 Bakshibazar Road, Dacca.

আহ্‌মদীর গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করুন।

প্রত্যেক শিক্ষিত ভ্রাতা স্বয়ং গ্রাহক হউন।

হজরত মসিহে মাওউদ মাহদীয়ে আখের জমানের নিকট

বয়াৎ বা দীক্ষা গ্রহণ করার দশ শর্ত্ত।

১। বয়াৎ গ্রহণকারীকে সরল অন্তঃকরণে এই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত কখনও শেরেকের কার্য্য করিবেন না।

২। মিথ্যা, পরদারগমন, কামলোলুপ-দৃষ্টি, কুবিশ্বাস, কুকার্য্য পরের অহিত সাধন, অশান্তি ও বিদ্রোহ হইতে দূরে থাকিবেন।

৩। বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রছুলের হুকুমের অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়িবেন, রছুলে করিমের প্রতি দরুদ পড়িবেন এবং সাধ্যানুসারে তাহাজ্জাদ পড়িবেন, নিজের গোনাহ স্মরণ করিয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন ও আস্তাগফার পড়িবেন, আল্লাহ তায়ালার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁহার হামদ ও তারিফ করিবেন।

৪। সকল প্রকার সৃষ্ট জীবকে বিশেষ করিয়া মুসলমানগণকে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে কথাদ্বারা, কার্য্যদ্বারা বা অন্য উপায়ে কোন প্রকার কষ্ট দিবেন না।

৫। সুখে, দুঃখে, কষ্টে, শান্তিতে, সম্পদে, বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন। সকল অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার কার্য্যে সন্তুষ্ট থাকিবেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে সকল দুঃখ অপমান সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিবেন, কোনও প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাৎপদ হইবেন না, বরং, সম্মুখে অগ্রসর হইবেন।

৬। সামাজিক কদাচার পালন করিবেন না এবং প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইবেন না, কোরানের আদেশ সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য্য করিবেন, আল্লাহ ও রছুলের আদেশকে সকল কার্য্যে নিজ সারথী করিবেন।

৭। ঈর্ষা ও গর্ব্ব সর্ব্বোতভাবে পরিহার করিবেন, দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্য্যের সহিত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন।

৮। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের সম্মান রক্ষা এবং ইসলামের সহিত আন্তরিক সমবেদনাকে নিজ ধন, প্রাণ, মান, সম্ভ্রম, সন্তান সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে অধিকতর প্রিয় জ্ঞান করিবেন।

৯। সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি সকল সময় সহানুভূতি দেখাইতে যত্নবান থাকিবেন এবং নিজ শক্তি ও অর্থ সকলের উপকারার্থে যথাসাধ্য প্রয়োগ করিবেন।

১০। ধর্ম্মানুমোদিত সকল কার্য্যে আমার (হজরত মসিহে মাউদের) আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় আমার সহিত যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন তাহাতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অটল থাকিবেন, এই ভ্রাতৃবন্ধন সকল প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক ও সর্ব্বপ্রকার প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ হইতে এত অধিক ঘনিষ্ঠ ও পবিত্র হইবে যে পৃথিবীতে তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

হজরত মসিহে মাওউদ মাহদীয়ে আখের জমানের প্রতিষ্ঠিত জমায়াত ১

বয়াৎ বা দীক্ষা গ্রহণ করার আবেদন পত্র।

(বঙ্গানুবাদ)

বখেদমতে হজরত খলিফাতুল মসিহ্ (২য়) মির্জা বশীরুদ্দিন মাহমুদ আহ্‌মদ সাহেব (আইয়াদাহুল্লাহু বেনুসরিহী)।

আস্-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহামাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। আমি দীক্ষা গ্রহণের সর্ত্ত সমূহ, আহমদী জমাতের আকায়েদ ও প্রয়োজনীয় উপদেশ এবং ফরায়েজ সমূহ পাঠ করিয়া (বা বুঝিয়া শুনিয়া) গ্রহণ করিতেছি এবং দীক্ষা গ্রহণের নিম্ন লিখিত ফারম, পূরণ করিয়া হুজুরের খেদমতে দরখাস্ত করিতেছি, হুজুর আমার বয়াৎ বা দীক্ষা কবুল করিয়া বাধিত করিবেন।

আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে আল্লা ভিন্ন উপাস্য নাই। তিনি একক, তাহার কোন শরিক নাই! আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার রসুল বা প্রেরিত পুরুষ। (ইহা দুই বার পাঠ করুণ)।

আমি..... .....পিতা ....

অদ্য মাহ্‌মুদের হাতে বয়াৎ করিয়া আহ্‌মদিয়া ছেল-ছেলায় দাখিল হইতেছি এবং আমার পূর্ব্বকৃত সমুদায় পাপ হইতে তওবা করিতেছি এবং ভবিষ্যতেও সর্ব্ব প্রকার পাপ হইতে বিরত থাকিতে সচেষ্ট থাকিব। আল্লার সহিত কাহাকেও শরিক করিব না। ধর্ম্মকে সমুদায় পার্থিব বিষয়ের উপর শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিব। ইস্‌লামের যাবতীয় আদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিব। কোরাণ করিম ও হাদিস্ সমূহ পড়িতে পড়াইতে অথবা শুনিতে সচেষ্ট থাকিব। আপনি যে সমস্ত পূণ্য কার্য্য করিতে আদেশ করিবেন তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে পালন করিব। হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে খাতামান্নবীয়ীন বলিয়া বিশ্বাস করিব এবং হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এর সমুদয় দাবীর প্রতি ঈমান রাখিব।

হে আল্লা! তুমি আমার রাব, আমি সমুদয় পাপ হইতে তওবা করি ও ক্ষমা প্রার্থণা করি। (দুই বার।)

হে আমার রাব! আমি আমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছি এবং আমি আমার পাপ সমূহ একরার (স্বীকার) করিতেছি। তুমি আমার পাপ ক্ষমা কর; কারণ তুমি ব্যতীত অন্য কেহ ক্ষমাকারী নাই। আমীন। (তিন বার)

(দস্তখত বা টিপ সহি)

(গ্রাম) (পোষ্ট অফিস)

(জিলা)

আহমদীয়া মতবাদ কি ?

আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদ আলায়হেচ্ছালামের দাবী এই যে বিভিন্ন ধর্ম্মে বিভিন্ন নামে শেষ যুগে যে মহাপুরুষের আগমনের সংবাদ আছে, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ। অতীত যুগসমূহের পয়গম্বর বা অবতারগণের ন্যায় আল্লার নিকট হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান পাইয়া ধর্ম্মের অভিজ্ঞতামূলক ব্যাখ্যা প্রচার করা এবং যাবতীয় ভুল ধারণার সংশোধন করা তাঁহার কাজ।

তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইসলাম বিশ্বমানবের জন্য আল্লার মনোনীত ধর্ম্ম। কালের প্রভাবে মুসলমানের মধ্যে যে সকল ভুল ধারণা প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তিনি তৎসমুদয়ের সংশোধন করিয়া ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইসলামের অনুসরণ করিয়া মানুষ হজরত ঈসা, হজরত মুসা, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, বুদ্ধদেব প্রভৃতি মহাপুরুষগণের তুল্য জ্ঞানী ও শক্তিসম্পন্ন হইতে পারে।

হজরত আহ্‌মদ (আঃ) ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ১৯০৮ হইতে ১৯১৪ পর্য্যন্ত হজরত মৌলানা মৌলবী হাজী হাকীম নুরুদ্দিন রাজী-আল্লাহ-আনহু তাঁহার প্রথম খলিফা বা প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁহার বর্ত্তমান খলিফার নাম হজরত মির্জা বশীর-উদ্দিন মাহমুদ আহ্‌মদ (আইয়াদুহুল্লাহু বেনাছরিহি)।

পাঞ্জাবের জিলা গুরুদাসপুরের অধীন কাদিয়ান সহর আহ্‌মদীয়া মতবাদের কেন্দ্র। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ইহার শাখা সমিতি আছে। কেন্দ্রীয় কার্য্য পরিচালনার জন্য 'সদর আঞ্জোমানে আহ্‌মদীয়া' নামক একটি আঞ্জোমান আছে। এই আঞ্জোমানের অধীন কয়েকটি বিভাগ আছে। এই সকল বিভাগের সেক্রেটারিগণ হজরত খলিফাতুল মসিহের তত্ত্বাবধানে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করেন।

ভারতের বাহিরে বর্ত্তমান সময়ে নিম্নলিখিত প্রচার কেন্দ্রগুলি স্থাপিত হইয়াছে :—

(১) ইংলণ্ড—The London Mosque, 63 Melrose Road, Southfields, S. W. 18, London, England. বর্ত্তমান এমাম—মৌলানা আবদুর রহীম দর্দ, এম, এ.

(২) আমেরিকা—The Ahmadiya Movement in Islam, 56E, Congress St., Suite 1507, Chicago, Illinois, U. S. of America. প্রচারক—সুফি মুতিউর রহমান বাঙ্গালী, এম, এ.

(৩) আফ্রিকা—The Ahmadiya Movement.
(a) Commercial Road, Salt Pond. Gold Cost.
(b) 25-27 Al of Street, Okepopo, Lagos, Nigeria.
(c) The Central East Africa Ahmadiya Muslim Association, P. O. Box No. 554, Nairobi Kenya Colony.
(d) The Ahmadiya Movement. Rose Hill, Matuitius.

(৪) জাভা—মৌলবী রহমত আলী, মৌলবী ফাজেল, Oetoesan Ahmadiah, Defensielijn V-d Bosch, 139 Batavia Centrum.

(৫) সুমাত্রা—মৌলবী মহম্মদ সাদেক, মৌলবী ফাজেল, Oetesan Ahmadiah, Padang.

(৬) আরব ও মিশর—মৌলানা মহম্মদ সলিম, মৌলবী ফাজেল, Sharial Burj, Haifa, Palestine.

(৭) চীন—সুফী আবদুল গফুর বি, এ,

(৮) জাপান—সুফী আবদুল কদির, বি, এ,

(৯) হাজী আহ্‌মদ খাঁ আয়াজ, বি, এ ; এল, এল, বি।

আহমদীর নিয়মাবলী।

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রচার কার্য্যের জন্য আবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সংখ্যা আহমদীতে এক একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এক পৃষ্ঠা আন্দাজ কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

৫। যাবতীয় প্রবন্ধ 'সম্পাদক' আহমদী ৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Rahman Khan, B. A. B. L. from 15 Bakshi Bazar Road, Dacca. (Bengal).